খণ্ড ২০ সংখ্যা ২৮ জুলাই ১০-১৬, ১৯৮৩ টাইমস অফ ইণ্ডিয়া প্রকাশন

ইন্দ্রজাল কমিকস্

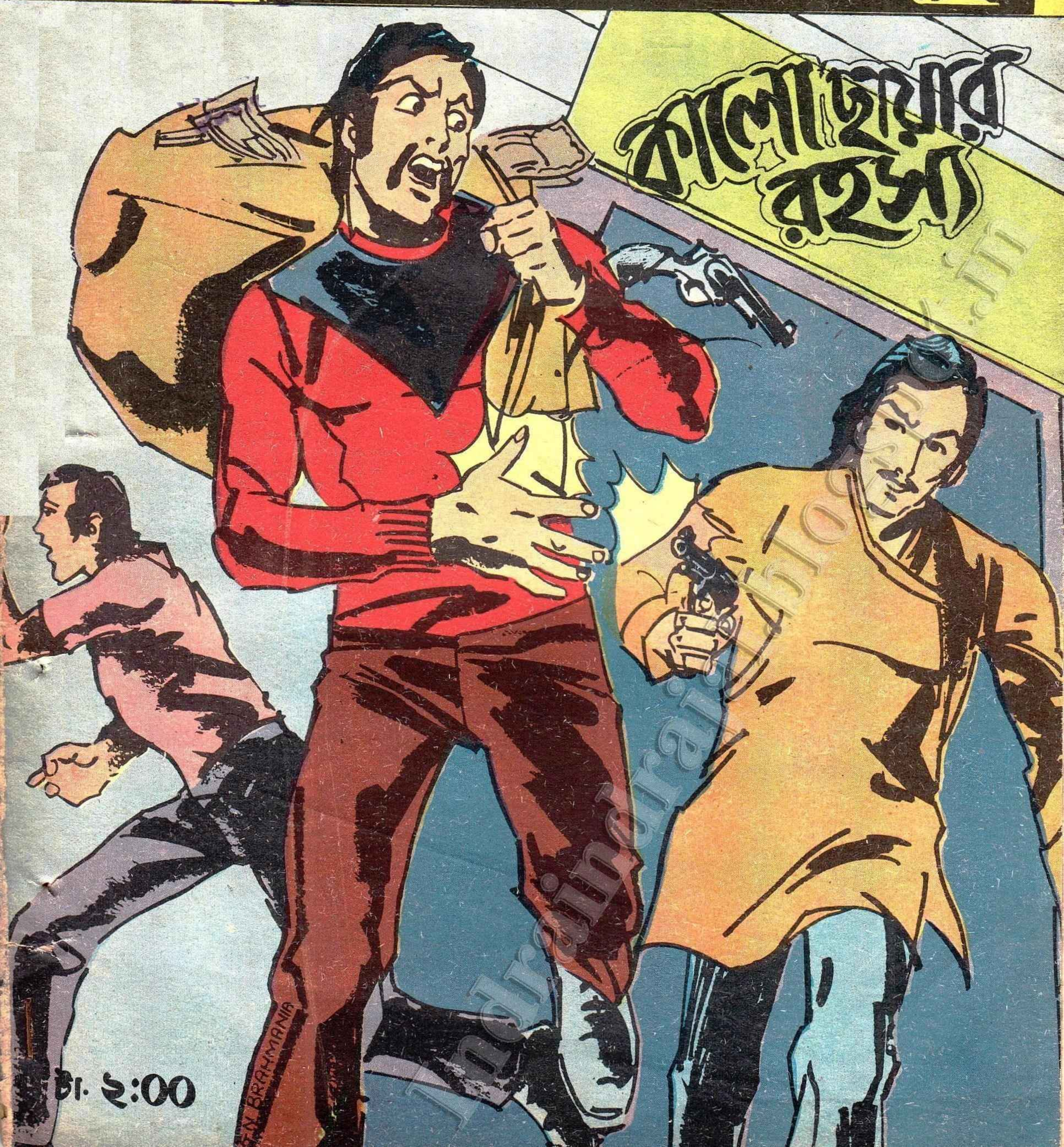

কখন যে কিভাবে ডাকব্যাক বর্ষায় আপনাকে ভরসা দেবে আপনি তা নিজেই জানেন না

ডাকব্যাক—আপনার জীবনের একটি অঙ্গ

Duckback®

AVID/BWL/3-83/BEN

কালো ছায়ার রহস্য
কাহিনী : জগজিৎ উপ্পল
ছবি : গোবিন্দ ব্রাহ্মানিয়া

কিছুদিন হল দেশের সর্বত্র একের পর এক ব্যাঙ্ক ডাকাতি হচ্ছে। প্রতিটি ক্ষেত্রেই কর্মপদ্ধতি কিন্তু এক। ডাকাতরা লুট করে চলে যায়... কোন প্রমান না রেখে। পুলিস ফাঁদ পেতেছে কিন্তু এখনো পর্যন্ত কেউ গ্রেপ্তার হয়নি। পুলিসের ধারনা শয়তান নটবর-লালই এ দলের মাথা !

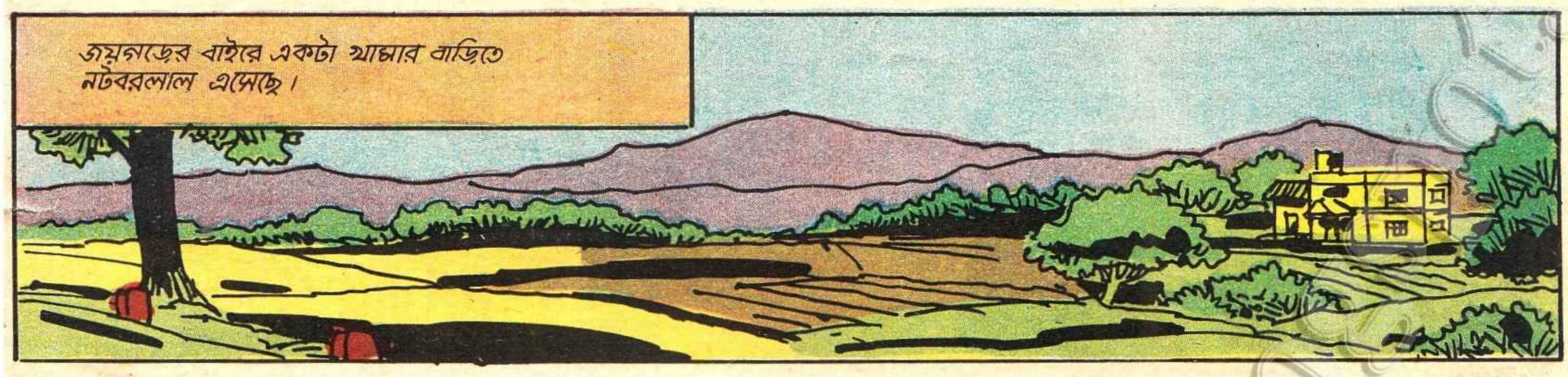
জয়গড়ের বাইরে একটা খামার বাড়িতে নটবরলাল এসেছে।

দলের লোকেদের সঙ্গে আলোচনা করছে সে !
শোন, চারদিক ঠান্ডা হয়ে গেছে। এবার পরের খেলাটার মতলব করতে হবে!
এই পান্ডববর্জিত জায়গায় কি পাবে ?

জয়গড় আর তার আসপাসের এলাকায় ফসলের বান ডেকেছে ~ প্রচুর টাকা চাষাদের পকেটে....
... অথবা ব্যাঙ্কে !

কিন্তু, বস, এখানে কিন্তু পুলিশ খুব তৎপর!

আমরা শহরে পুলিশকে 'কলা' দেখিয়েছি। গেঁয়ো গাধাগুলো কোন ঝামেলা করতে পারবে বলে মনে হয় না!

নটবরের দলের রঘু এসে ষড়যন্ত্রে যোগ দিল!

সি এস এফ কে কি ভাবে সামলাবে ভাবছ?

সি এস এফটা কি?

নটবর এ অঞ্চলে নতুন... সে সিটিজেন্স সিকিউরিটি ফোর্স-এর খবর রাখেনা।

সেটা হল জননিরাপত্তাবাহিনী... সমাজ বিরোধী কাজ দমন করার জন্যে সৃষ্টি। বাহাদুরের নেতৃত্বে সি এস এফ রাজ্যটাকে ডাকাত আর অন্য অপরাধীদের হাত থেকে মুক্ত রেখেছে।

চোপ! আমাকে স্বেচ্ছাসেবক নিয়ে ভয় দেখিয়ো না!

মাঝরাতে এক ভয়ঙ্কর ষড়যন্ত্র চলেছে।

পরদিন সকালে~

পাঁচ মিনিটের মধ্যে ব্যাঙ্ক বন্ধ হবে, কোন প্রশ্ন আছে?

তাড়াতাড়ি করা যাক, বস! করকরে টাকা ঘাঁটবার জন্যে হাত নিশপিশ করছে!

নটবরলাল ব্যাঙ্কে ঢুকল ... পেছনে চার শাকরেদ।
একজন আচমকা রক্ষীকে আঘাত করল!
দাম!
চুপ! কেউ নড়লেই মরবে!
ব্যাঙ্ক কর্মচারীরা অবাক!
নটবরলাল ম্যানেজারের ঘরে ঢুকল।
সিন্দুক ঘর খোল। না হলে গুলি চালাব!

ম্যানেজার ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। ইতিমধ্যে বাকি কর্মচারী আর নানা কাজে ব্যাঙ্কে আসা সাধারন লোকদের একটা দেওয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড় করানো হয়েছে।
... কিন্তু ... আমার কাছে ... চাবি নেই ...!
দেরি না করে যার কাছে আছে তাকে ডাক!
নিরুপায় হয়ে ম্যানেজার আর তার সহকারী সিন্দুকঘর খুলে দিলেন।
দলের একজন সিন্দুকঘরের মেঝেতে নিজের গায়ের শালটা বিছিয়ে ফেলল।
এগিয়ে এসো! তাড়াতাড়ি, টাকাগুলো দাও!
ম্যানেজার আর তাঁর সহকর্মী সমস্ত টাকা এনে মেঝেয় বিছান শালের উপর রাখলেন।

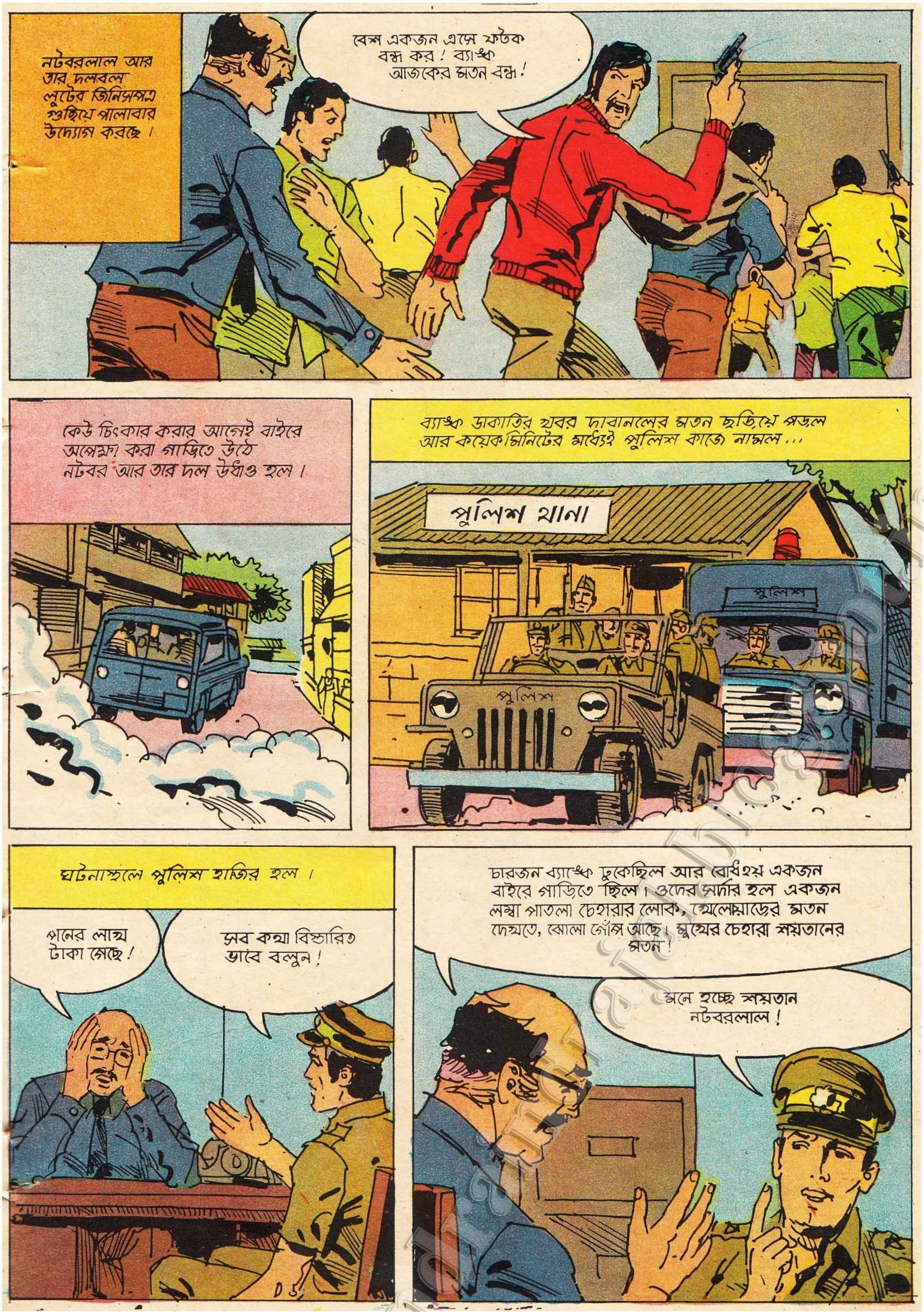
নটবরলাল আর তার দলবল লুটের জিনিসপত্র গুছিয়ে পালাবার উদ্যোগ করছে।
বেশ একজন এসে ফটক বন্ধ কর! ব্যাঙ্ক আজকের মতন বন্ধ!
কেউ চিৎকার করার আগেই বাইরে অপেক্ষা করা গাড়িতে উঠে নটবর আর তার দল উধাও হল।
ব্যাঙ্ক ডাকাতির খবর দাবানলের মতন ছড়িয়ে পড়ল আর কয়েক মিনিটের মধ্যেই পুলিশ কাজে নামল...
পুলিশ থানা
পুলিশ
পুলিশ
ঘটনাস্থলে পুলিশ হাজির হল।
পনের লাখ টাকা গেছে!
সব কথা বিস্তারিত ভাবে বলুন!
চারজন ব্যাঙ্কে ঢুকেছিল আর বোধহয় একজন বাইরে গাড়িতে ছিল। ওদের সর্দার হল একজন লম্বা পাতলা চেহারার লোক, খেলোয়াড়ের মতন দেখতে, ঝোলা গোঁফ আছে। মুখের চেহারা শয়তানের মতন!
মনে হচ্ছে শয়তান নটবরলাল!

সমস্ত পুলিশ চৌকিতে হুঁশিয়ারি পাঠানো হল। রাজ্য ছেড়ে বেরুন সমস্ত গাড়ি তল্লাশি হচ্ছে।

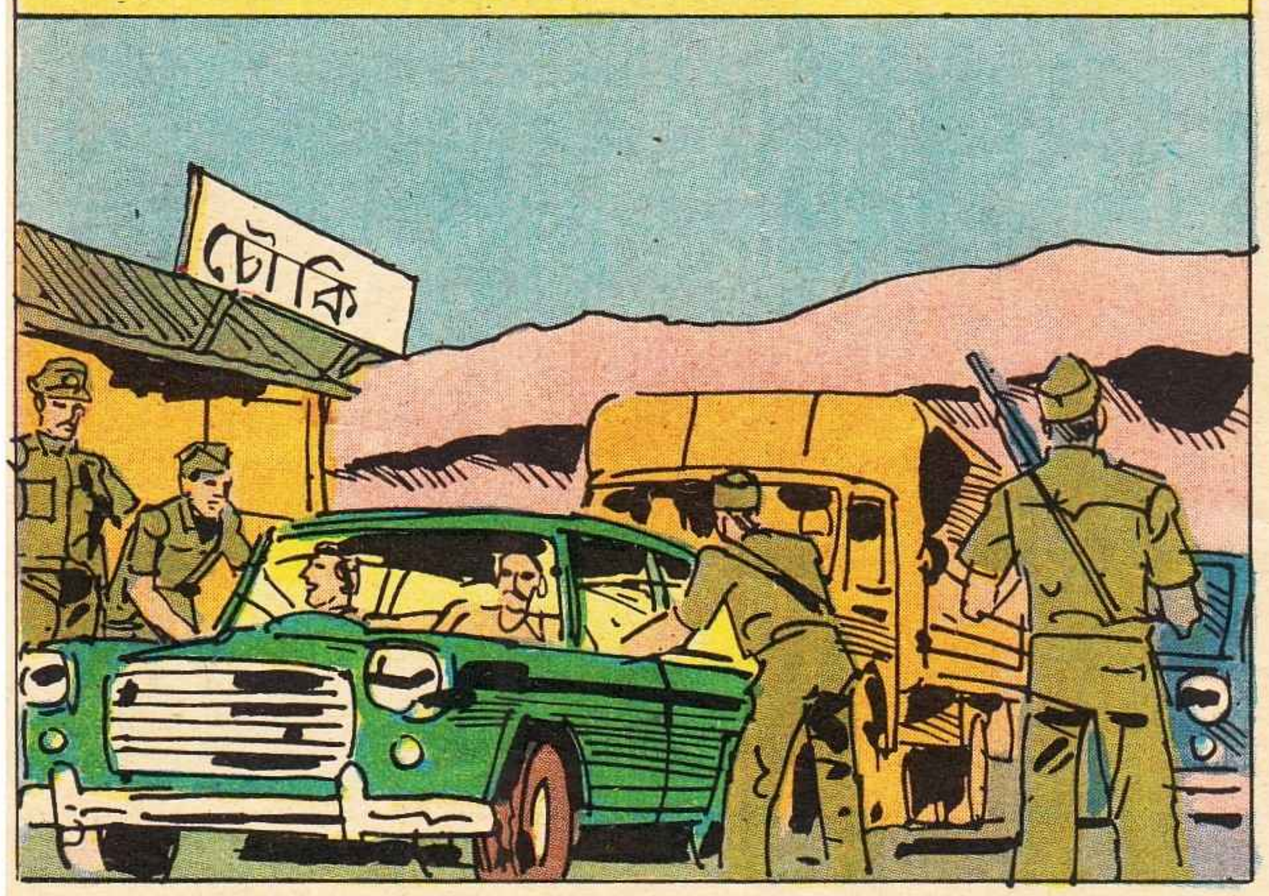

সেই সময় মুখিয়া নিজের জমির তদারকি ছেড়ে সি এস এফ দপ্তরে ফি রছে।

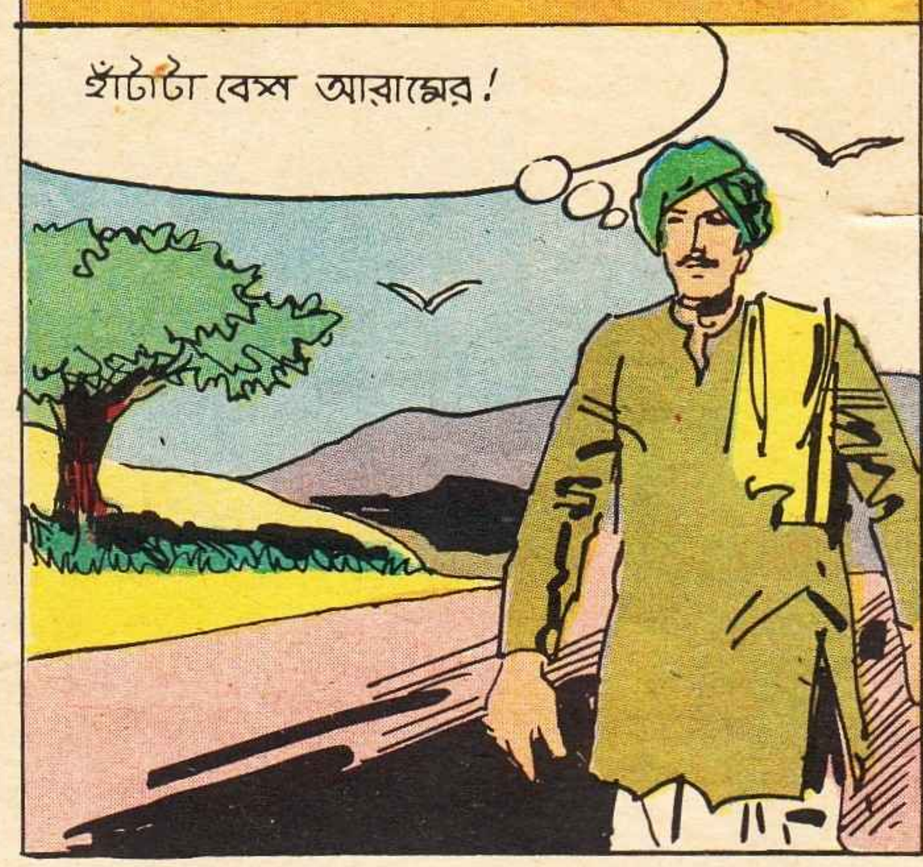

হঠাৎ তার নজরে পড়ল জাতীয় সড়কে একটা গাড়ি দাঁড়িয়ে... ভেতরে একটা লোক!

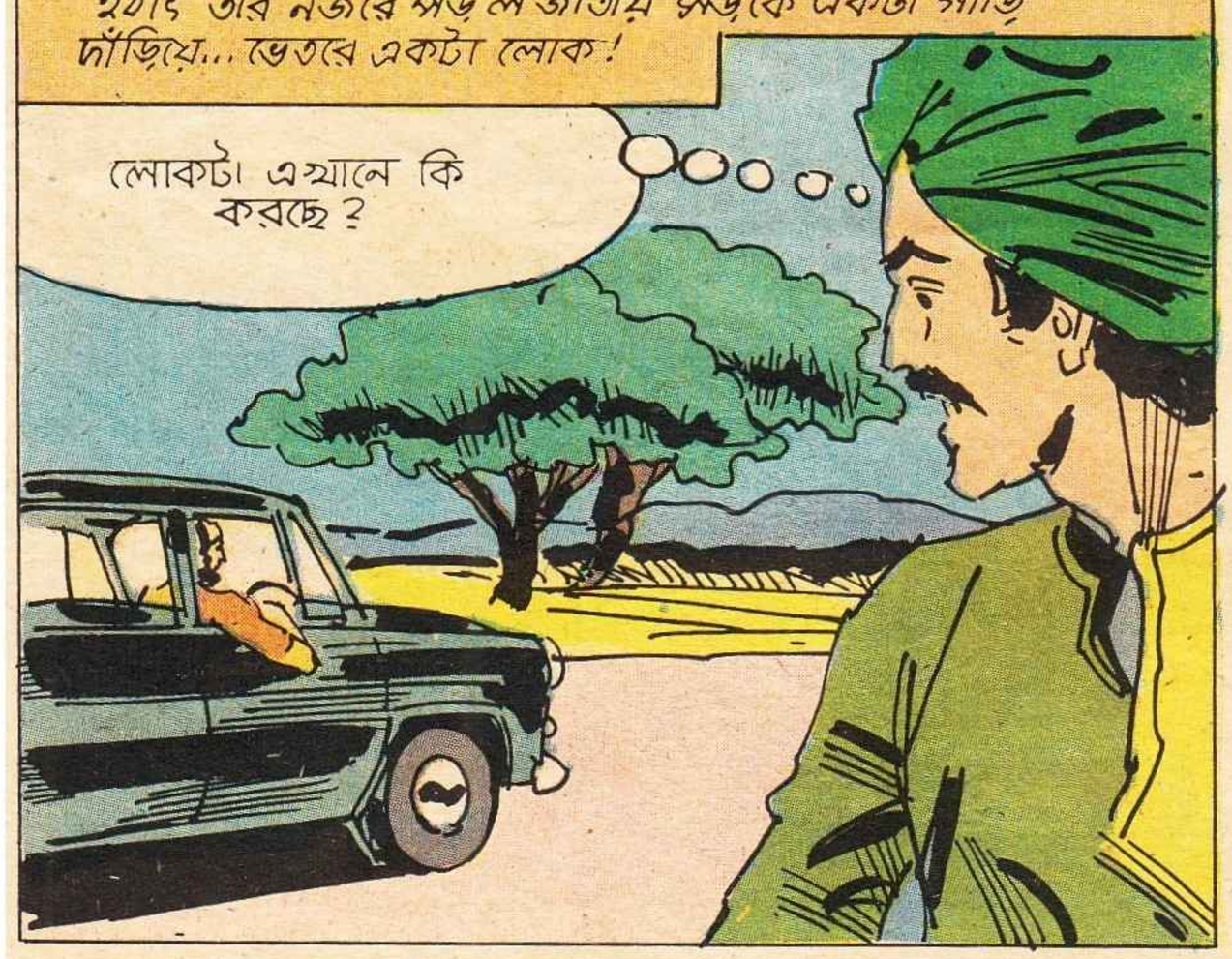

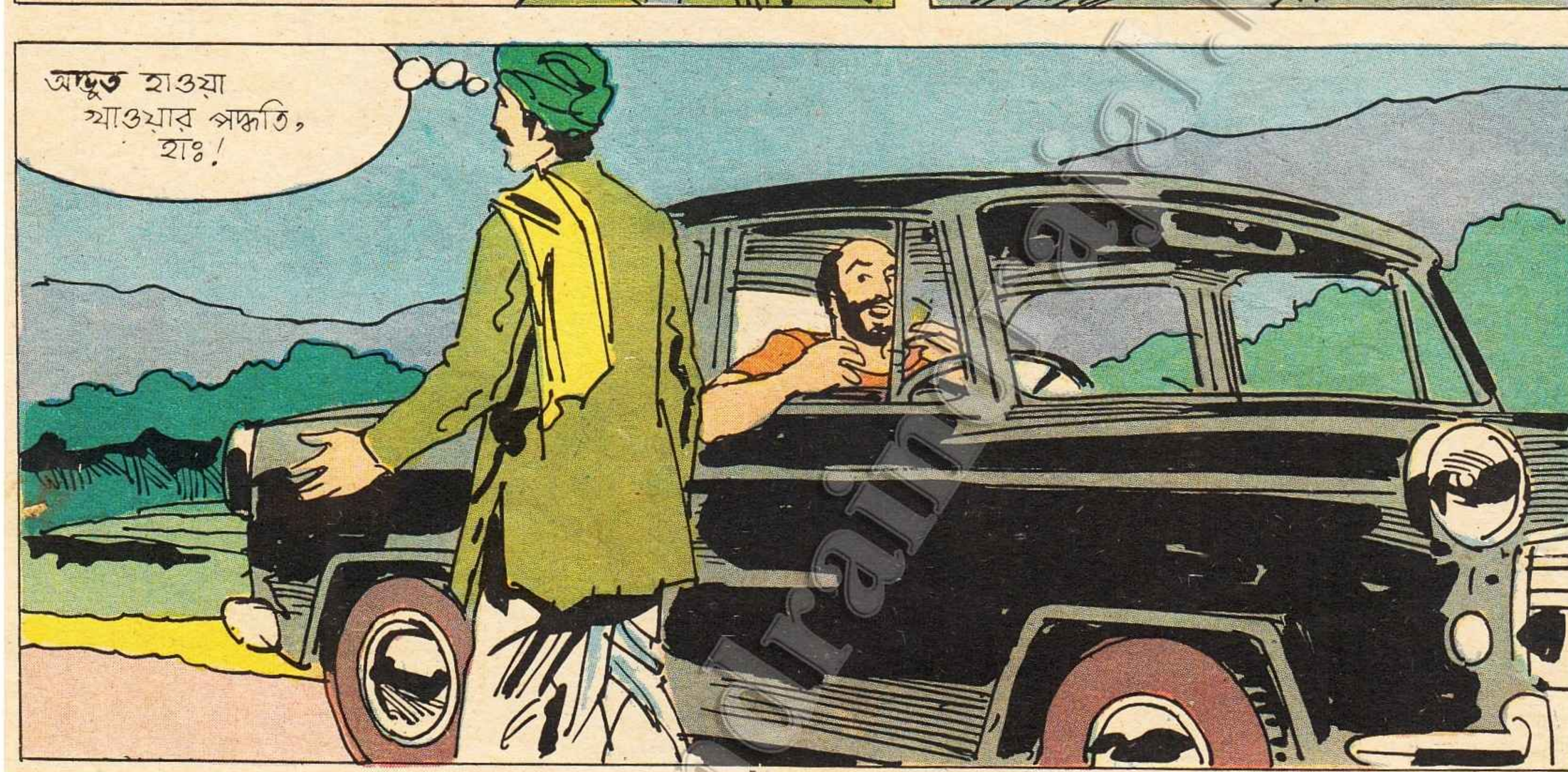

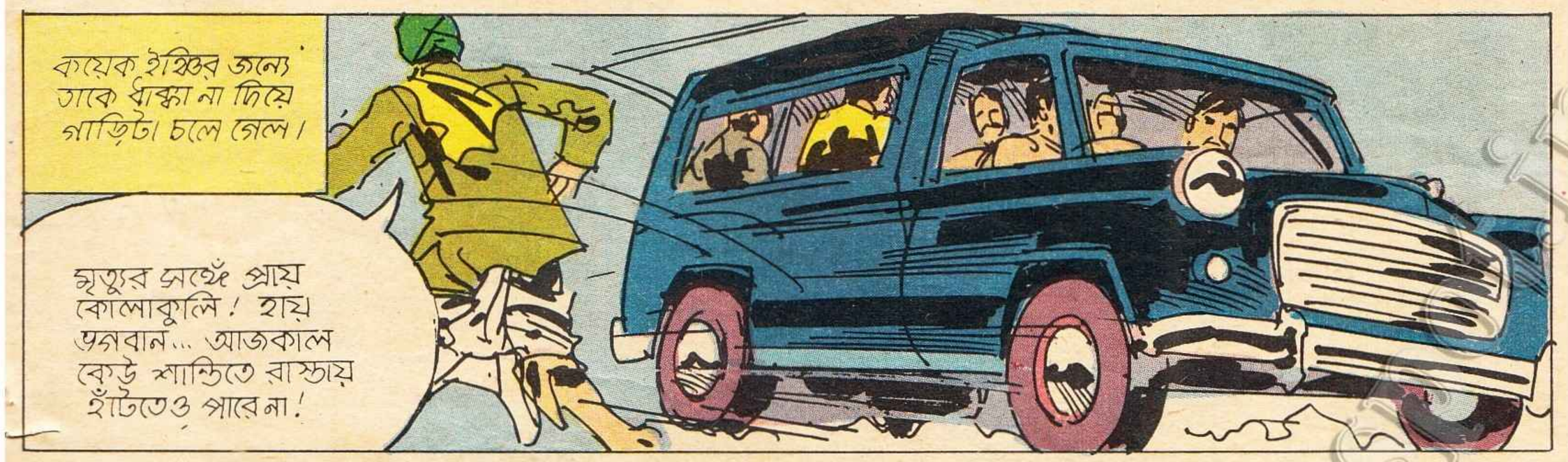

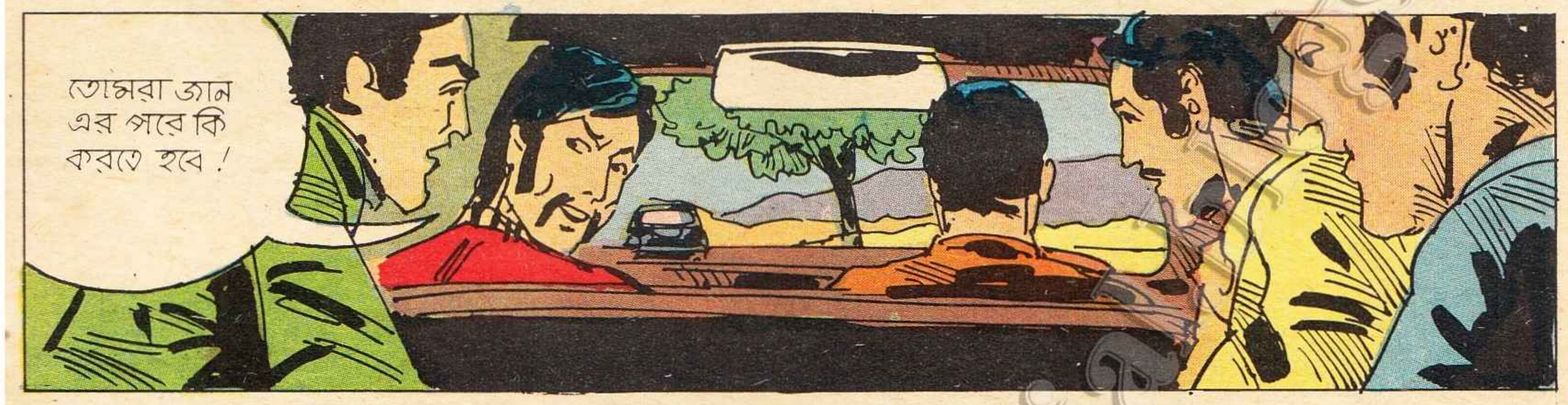

মাঠের পাশে থেমে থাকা গাড়িটার কাছে এসে দ্বিতীয় গাড়িটা থামল। নটবরলাল আর তার লোকেরা প্রথম গাড়িটা থেকে নেমে পড়ল।

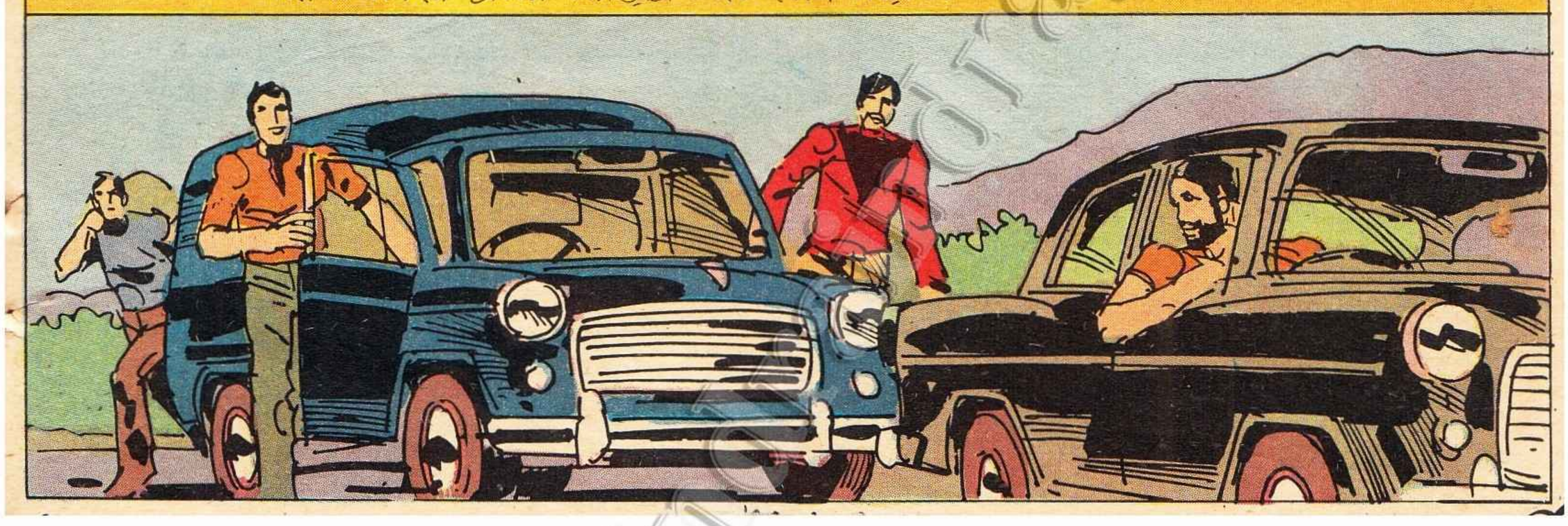

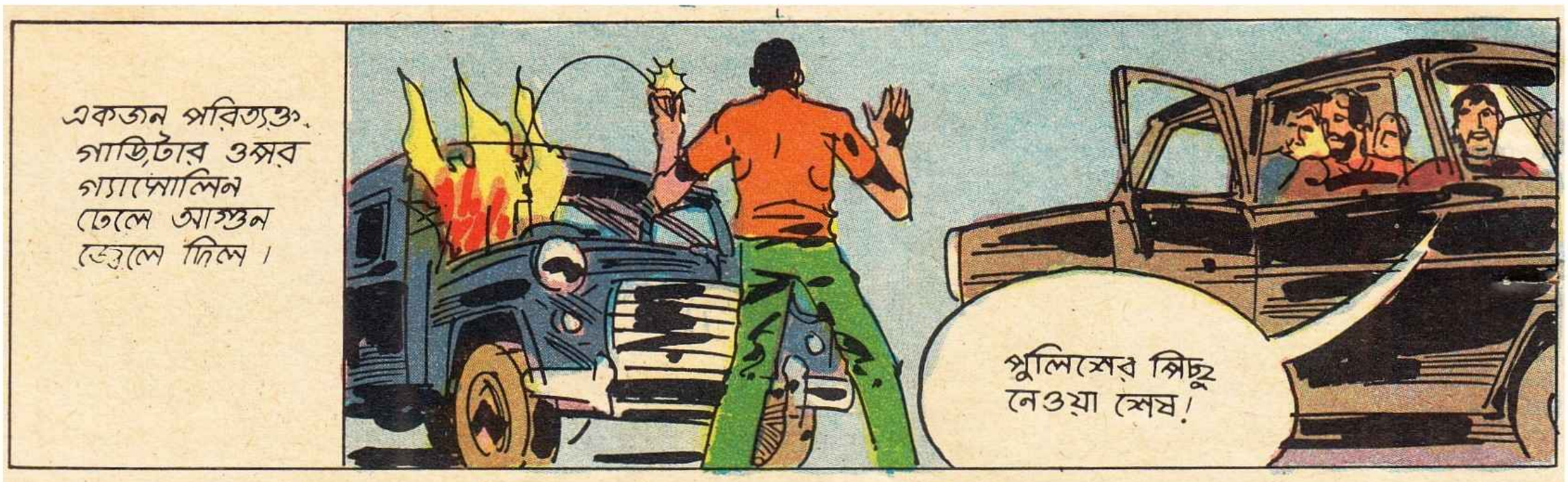
একজন পরিত্যক্ত গাড়িটার ওপর গ্যাসোলিন ঢেলে আগুন জ্বেলে দিল।
পুলিসের পিছু নেওয়া শেষ!

চল, রঘু! অপেক্ষা করার সময় এখানে কেউ তোকে দেখেছে?
না, বস!

গাড়ি জাতীয় সড়ক ধরে ছুটল।
বস, মাল তো আমরা পেয়ে গেছি, রাজ্য ছেড়ে পালাই না!
গার্বা! সোজা গিয়ে পুলিসের জালে পড়ব। এতক্ষণে তারা রাজ্য ছেড়ে বেরুনোর রাস্তাগুলোয় চৌকি বসিয়েছে!

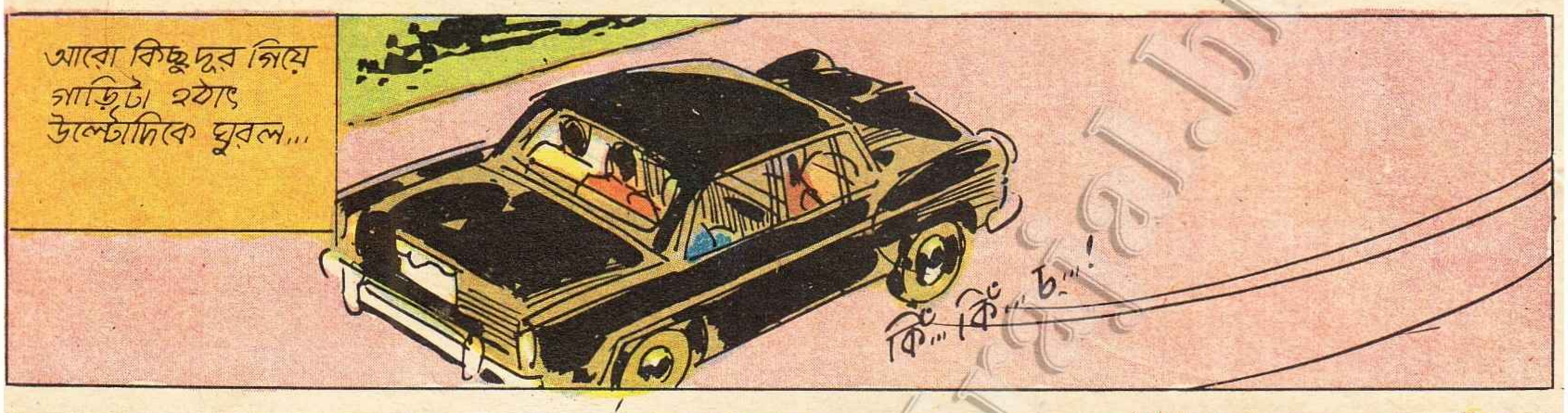
আরো কিছু দূর গিয়ে গাড়িটা হঠাৎ উল্টোদিকে ঘুরল...
কিঁ... কিঁ... চ...!

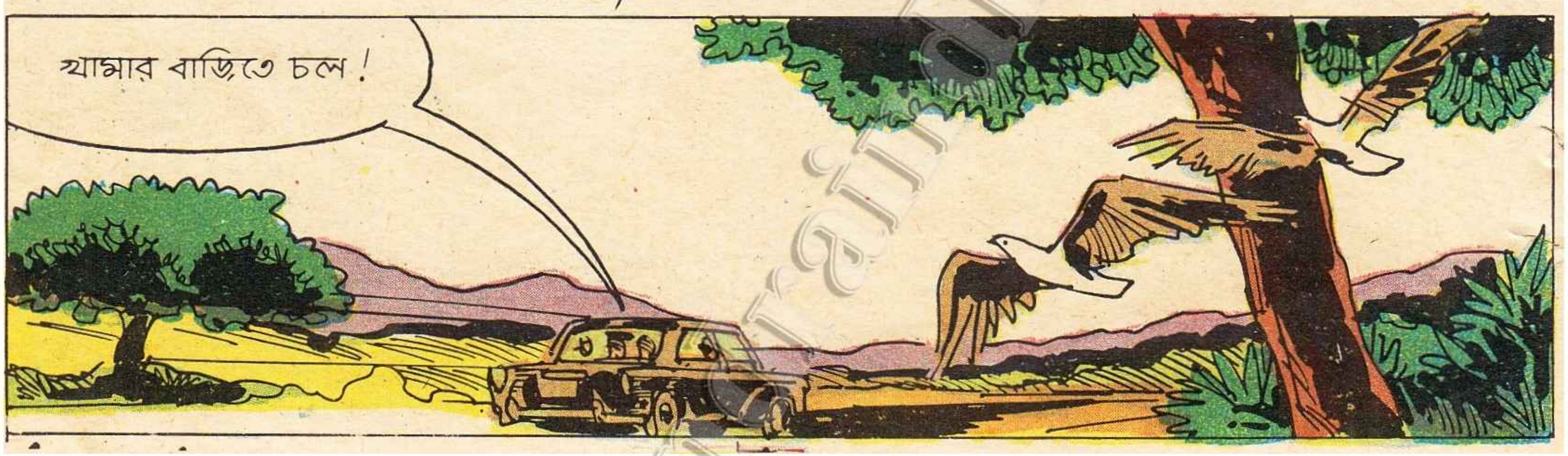
আমার বাড়িতে চল!

এদিকে সি এফ দপ্তরে ... অস্বাভাবিক ব্যস্ততা। মুখিয়া দেখল বাহাদুর তার জিপে উঠছে!

আরে, বাহাদুর, কি ব্যাপার? আজ সকালে দেখছি সবাই দারুন ব্যস্ত!

উঠে এসো, যেতে যেতে বলছি!

বাহাদুর মুখিয়াকে বলল এইমাত্র খবর এসেছে সমবায় ব্যাঙ্ক ডাকাতি হয়েছে।

পনের লাখ টাকা নিয়ে গেছে!

কী?! সমবায় ব্যাঙ্ক! হায় ভগবান! আমার সারা জীবনের সঞ্চয় শেষ!

বাহাদুর ব্যাঙ্কে পৌঁছল। পুলিশ প্রধান আগেই এসেছিলেন।

সুপ্রভাত, সার! কোন সূত্র পেলেন?

পাঁচজন এসেছিল। একটা কালো স্টেশন ওয়াগানে পালিয়েছে। সমস্ত সীমান্ত চৌকিগুলোকে হুঁশিয়ারী করে দিয়েছি!

পাঁচজন লোক ... কালো স্টেশন ওয়াগান ...! এরাই তো আমাকে রাস্তায় প্রায় ধাক্কা মেরেছিল!

মুখিয়া চিফকে বলল সে সকালে জাতীয় সড়কে কালো স্টেশন ওয়াগানকে দেখেছে।

শয়তান নটবরলালের কাজ!

সে জয়গড়ে থাকলে তার দিন শেষ!

ফোন বেজে উঠল... ম্যানেজার রিসিভার তুললেন।

স্যার, আপনার!

টিপ্পল ফোনে সাড়া দিলেন।

কী! ওখানেই থাক! আমি এখুনি আসছি!

ডাকাতরা তাদের গাড়িটা জাতীয় সড়কে ফেলে পালিয়েছে!

পুলিশ প্রধান আর বাহাদুর ছুটল যেখানে পুলিশ ডাকাতদের ব্যবহার করা গাড়িটার খোঁজ পেয়েছে। গাড়িটা সনাক্ত করার জন্যে মুখিয়াও সঙ্গে গেল।
সেখানে পৌঁছে –
সূত্র নষ্ট করার জন্যে ওরা গাড়িটা পুড়িয়েছে!
তার মানে এখানে আরো একটা গাড়ি ছিল!
আজ সকালে এখানে আমি একটা গাড়ি দেখেছি, গাড়ির ড্রাইভারের সঙ্গে কথাও বলেছি। লোকটা বলল সে হাওয়া খাচ্ছে!
মনে আছে... কি গাড়ি... নম্বর কত?
কালো ফিয়েট... নতুন মনে হল!
তাতে খুব কাজ হবে না!
গাড়িটা বা তার ড্রাইভারের কোন বিশেষত্ব লক্ষ্য করেছ?
মুখিয়ার হঠাৎ মনে পড়ল তার একটা গাড়ির পেছনের মাডগার্ডে আটকে গিয়েছিল।

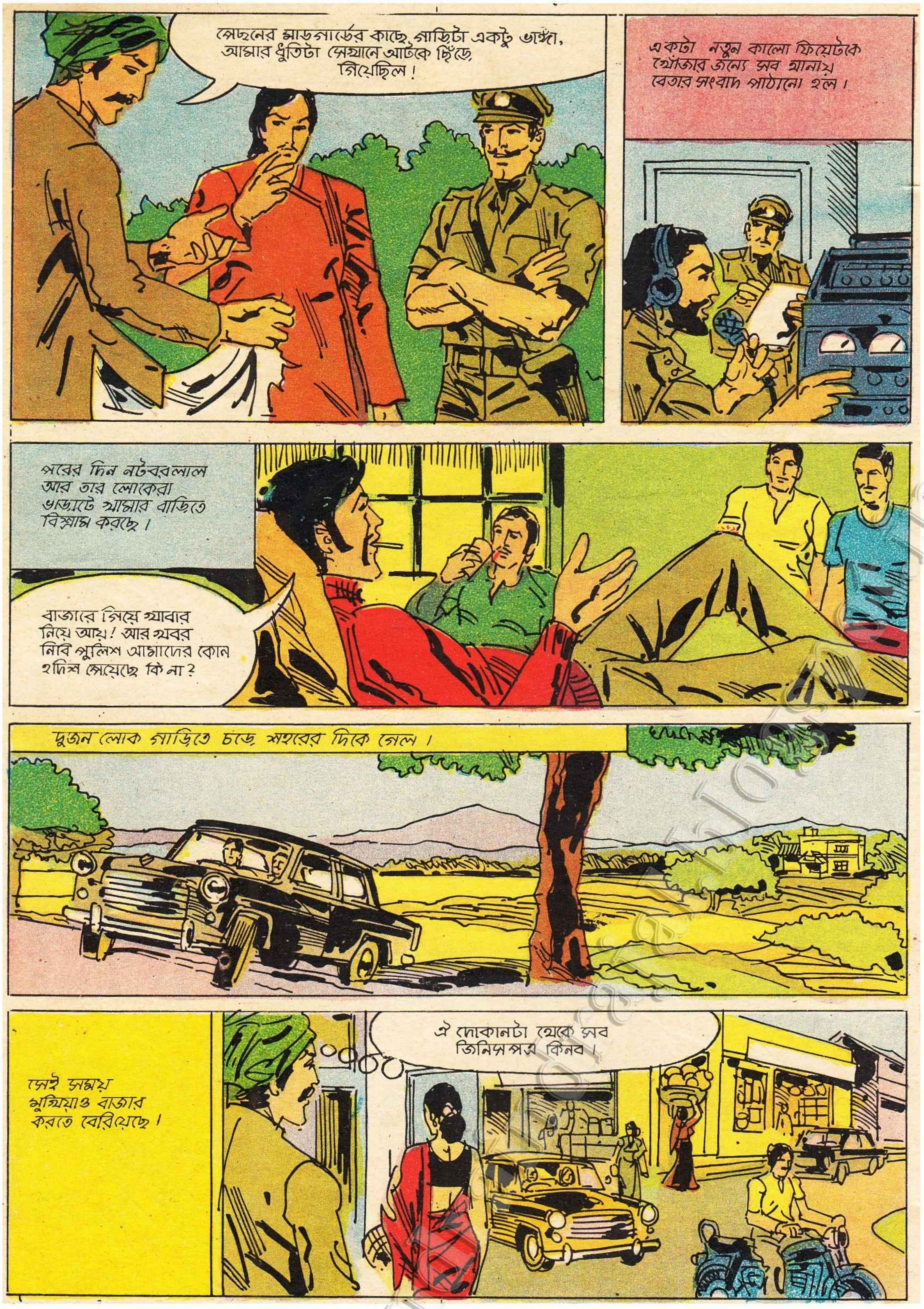
পেছনের মাডগার্ডের কাছে গাড়িটা একটু ভাঙ্গা, আমার ধুতিটা সেখানে আটকে ছিঁড়ে গিয়েছিল!
একটা নতুন কালো ফিয়েটকে খোঁজার জন্যে সব থানায় বেতার সংবাদ পাঠানো হল।
পরের দিন নটবরলাল আর তার লোকেরা ভাড়াটে খামার বাড়িতে বিশ্রাম করছে।
বাজারে গিয়ে খাবার নিয়ে আয়! আর খবর নিবি পুলিশ আমাদের কোন হদিশ পেয়েছে কি না?
দুজন লোক গাড়িতে চড়ে শহরের দিকে গেল।
সেই সময় মুখিয়াও বাজার করতে বেরিয়েছে।
ঐ দোকানটা থেকে সব জিনিসপত্র কিনব।

রাস্তার ধারে দাঁড় করানো একটা গাড়ির পাশ দিয়ে যাবার সময়...

হা ভগবান! সব গাড়িই আমার ধুতির পেছনে লাগছে কেন?

ফাঁর!

এই গাড়িটাই কাল দেখেছি। বাহাদুরকে খবরটা দিই!

মুখিয়া দ্রুত কাছাকাছি একটা টেলিফোনের কাছে গেল।

বাহাদুর সেই গাড়িটা বাজারে ডিপার্টমেন্টাল স্টোরের কাছে দাঁড়িয়ে!

নজর রাখ। আমি এখুনি আসছি!

মুখিয়া দেখল দুজন লোক গাড়িতে উঠল।

ওরা পালাচ্ছে! ওদের পিছু নিতেই হবে!

মুখিয়া একটা গাড়ি খুঁজছে।

মনে হচ্ছে ঐ মোটর-সাইকেলটায় কাজ হবে!

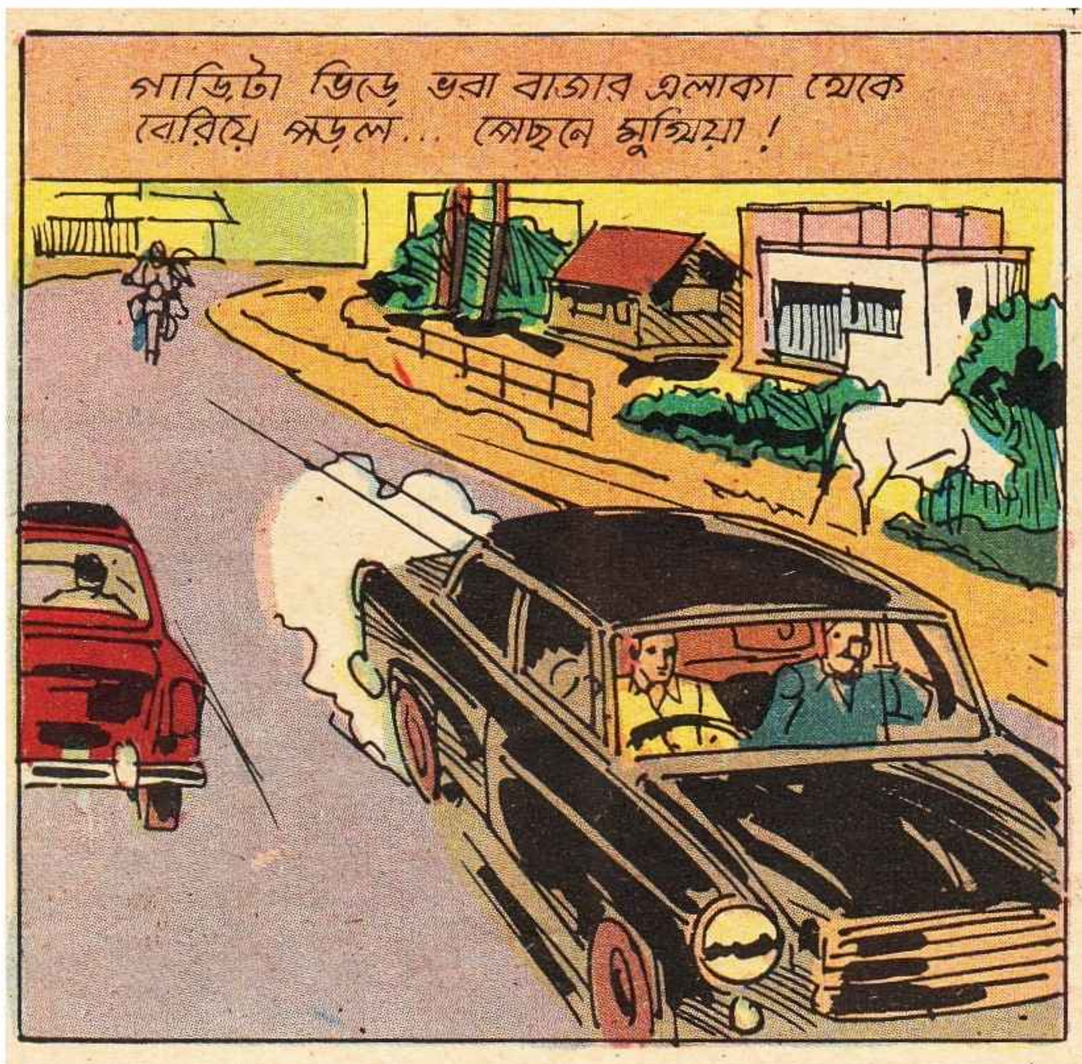
গাড়িটা ভিড়ে ভরা বাজার এলাকা থেকে বেরিয়ে পড়ল... পেছনে মুগ্ধিয়া!

ওরা জাতীয় সড়কের দিকে যাচ্ছে!

গাড়ির ভেতরে ~
মনে হচ্ছে কেউ পিছু নিয়েছে!
হুঁ! আমিও লক্ষ্য করেছি! পরের বাঁকে ওর ব্যবস্থা করব!

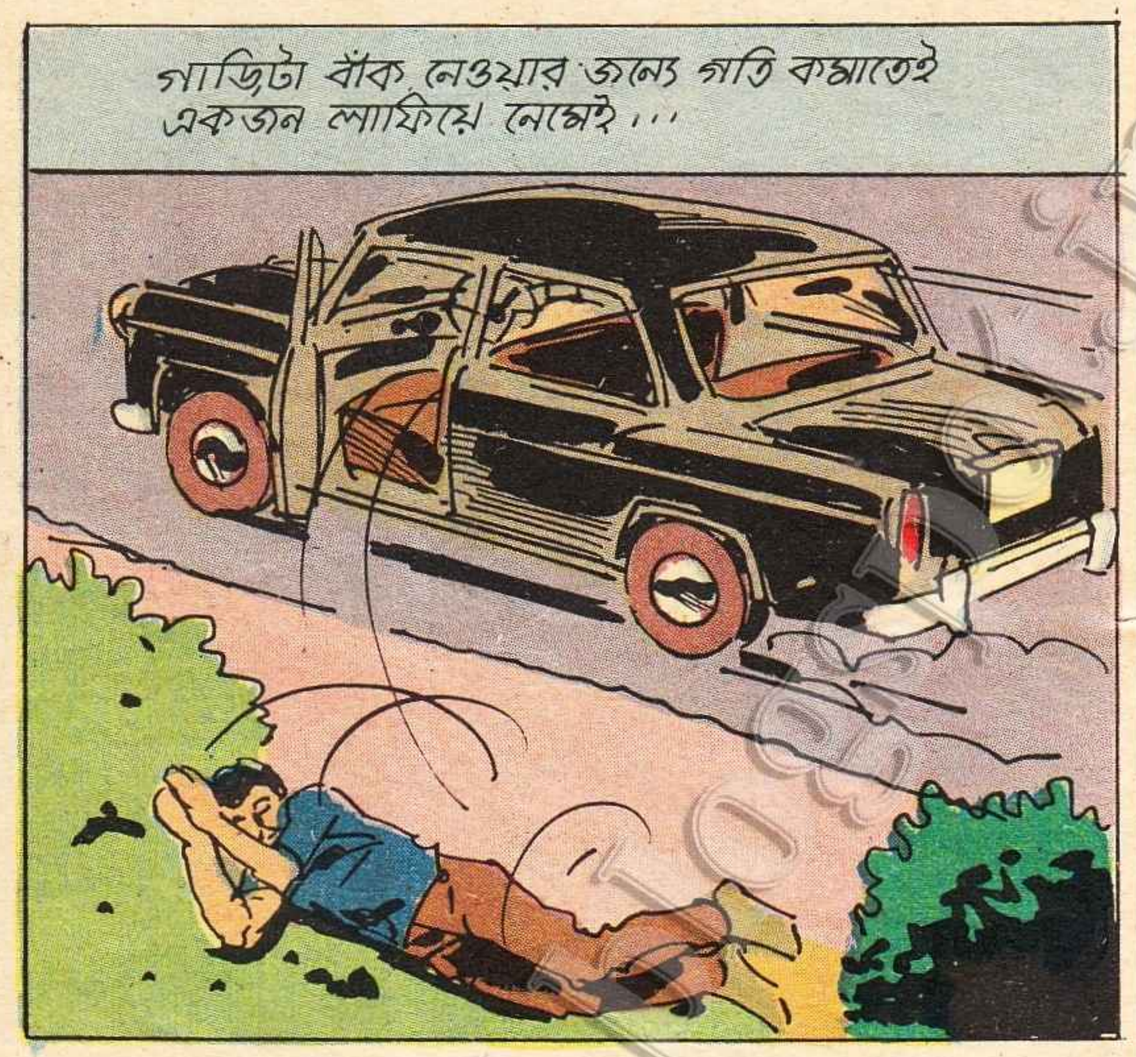
গাড়িটা বাঁক নেওয়ার জন্যে গতি কমাতেই একজন লাফিয়ে নেমেই...

... দ্রুত একটা ঝোপের আড়ালে লুকাল।

বাঁকের কাছে মোটর সাইকেলটা সামলে মুগ্ধিয়া দেখল গাড়িটা থেমেছে।
দাঁড়িয়ে দেখি কি হচ্ছে!

ঝোপের পেছনে লুকিয়ে লোকটা দেখল
মুগিয়া থেমেছে।

হুঁ, শার্লক হোমস হবার
দাম ওকে দিতে হবে!

মুগিয়া সামনের গাড়িটার দিকে নজর রাখছে
... জানেনা বিপদ পেছনে।

লোকটা মুগিয়ার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে
গলায় আঘাত করল।

থপ!

মুগিয়া অজ্ঞান হয়ে
মাটিতে পড়ে গেল।

মুগিয়াকে গাড়িতে তুলে...

... ওরা গাড়ি ছেড়ে দিল।

এদিকে বাহাদুর বাজারে হাজির হল।
ডিপার্টমেন্টাল স্টোরের সামনে কোন গাড়ি নেই... মুখিয়ারও কোন চিহ্ন নেই।

খোঁজ খবর নিয়ে বাহাদুর জানল মুখিয়া একটা মোটর সাইকেলে চড়ে চলে গেছে।
ঐ দিকে গেছে সে!
ওকে গাড়িটার ওপর নজর রাখতে বলেছিলাম। নিশ্চই অনুসরন করেছে।

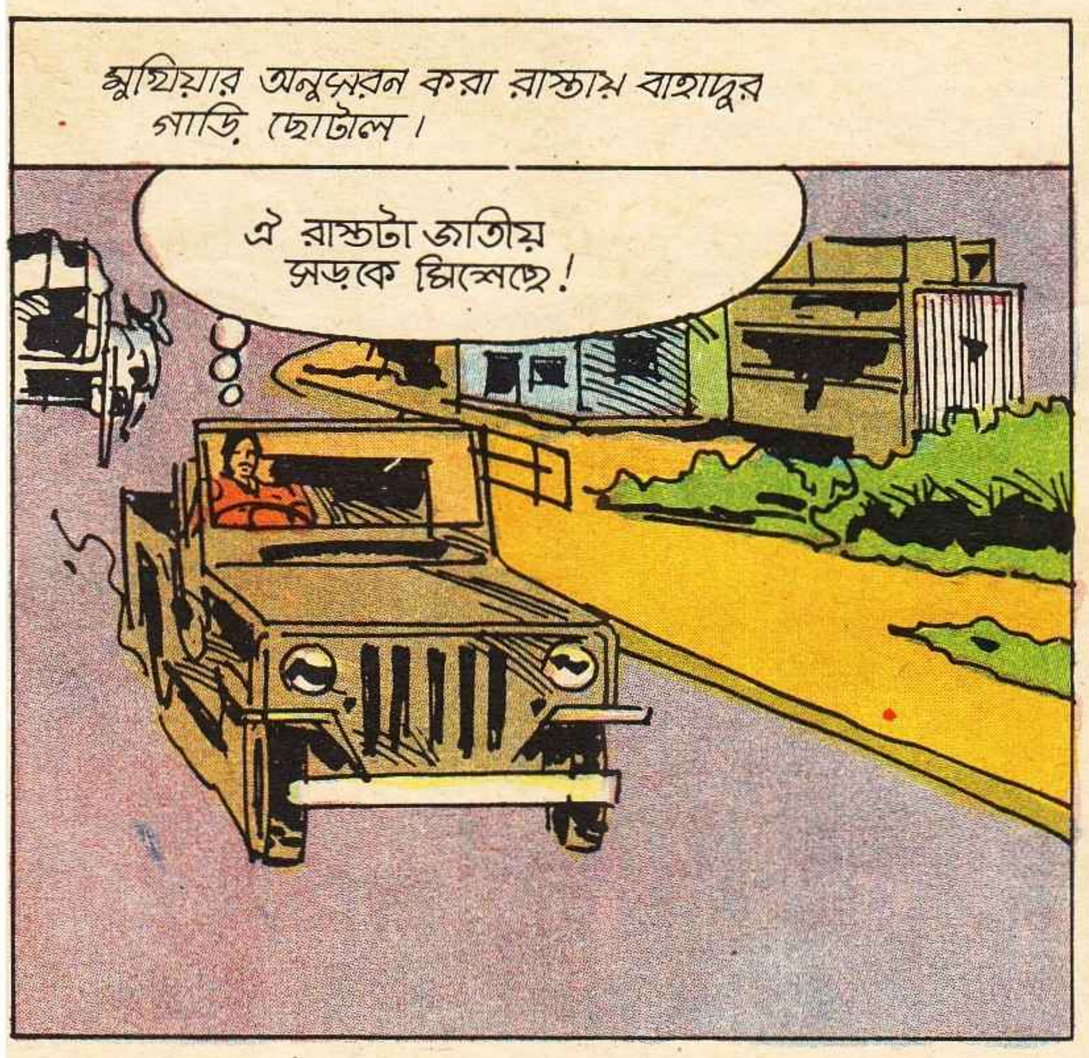
মুখিয়ার অনুসরন করা রাস্তায় বাহাদুর গাড়ি ছোটাল।
ঐ রাস্তটা জাতীয় সড়কে মিশেছে!

শিগগিরি বাহাদুর মুখিয়ার বন্দী হবার জায়গায় এসে পৌঁছলে পরিত্যক্ত মোটর সাইকেলটা তার নজরে পড়ল।
মুখিয়া খুব বিপদে পড়েছে!

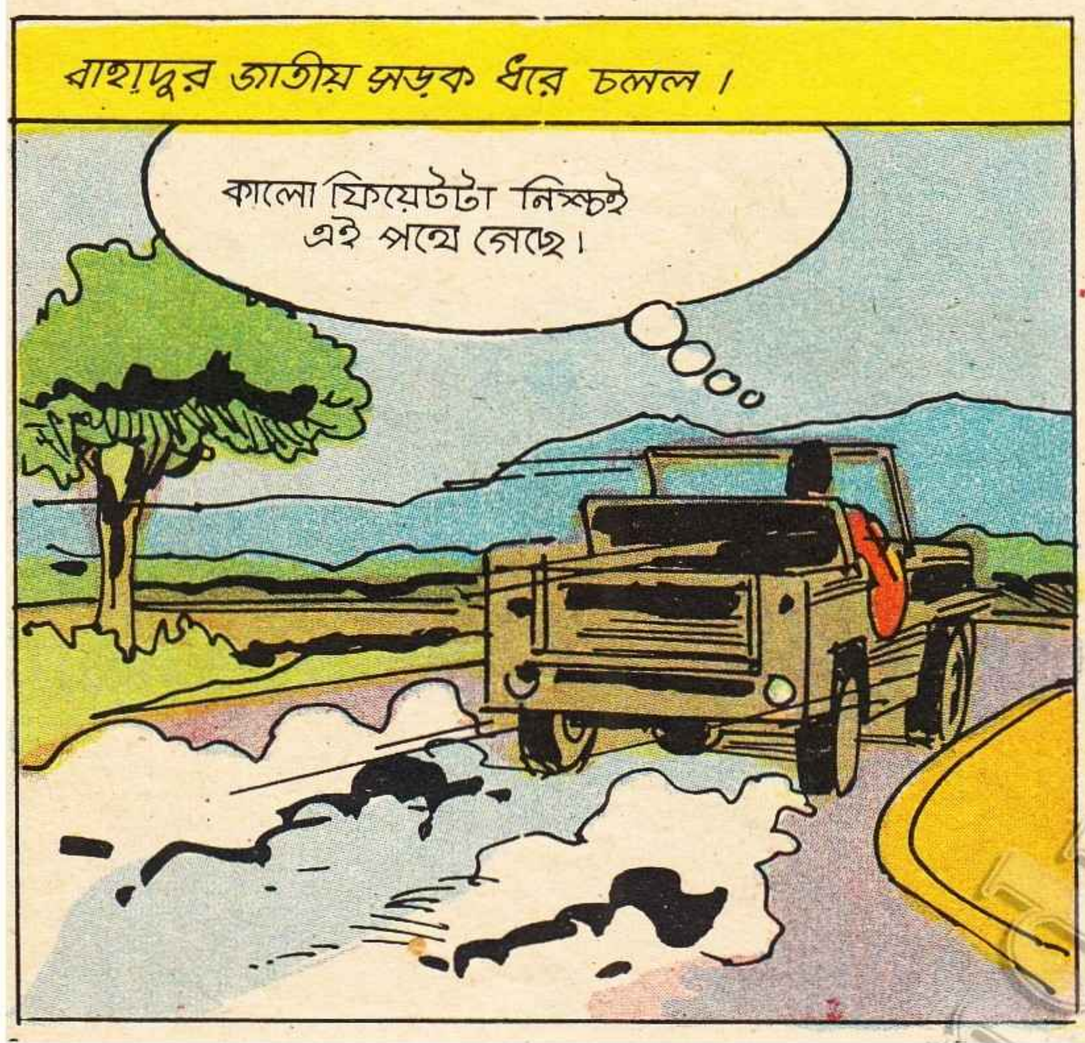
বাহাদুর জাতীয় সড়ক ধরে চলল।
কালো ফিয়েটটা নিশ্চই এই পথে গেছে।

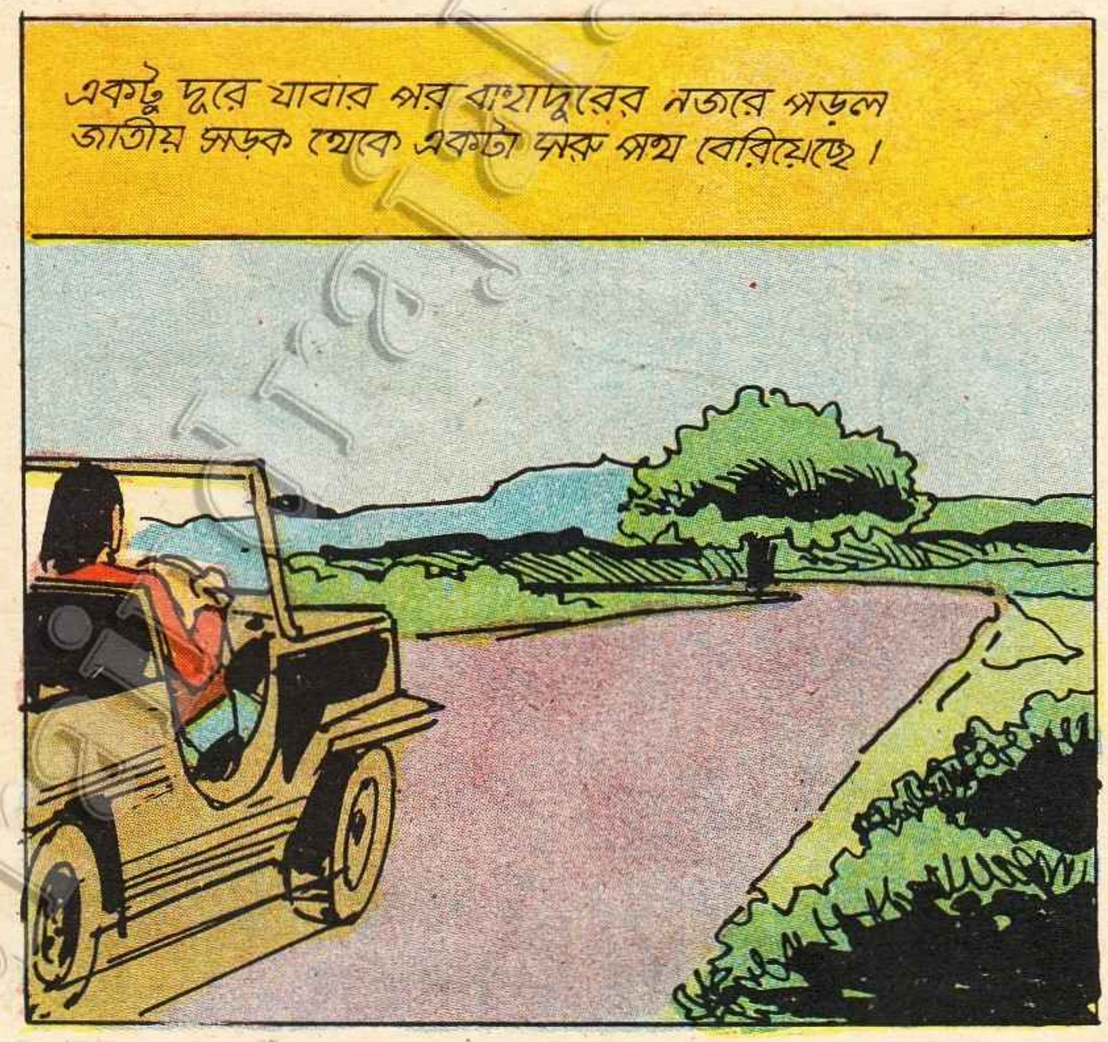
একটু দূরে যাবার পর বাহাদুরের নজরে পড়ল জাতীয় সড়ক থেকে একটা সরু পথ বেরিয়েছে।

কার্কশি বিস্ময়-

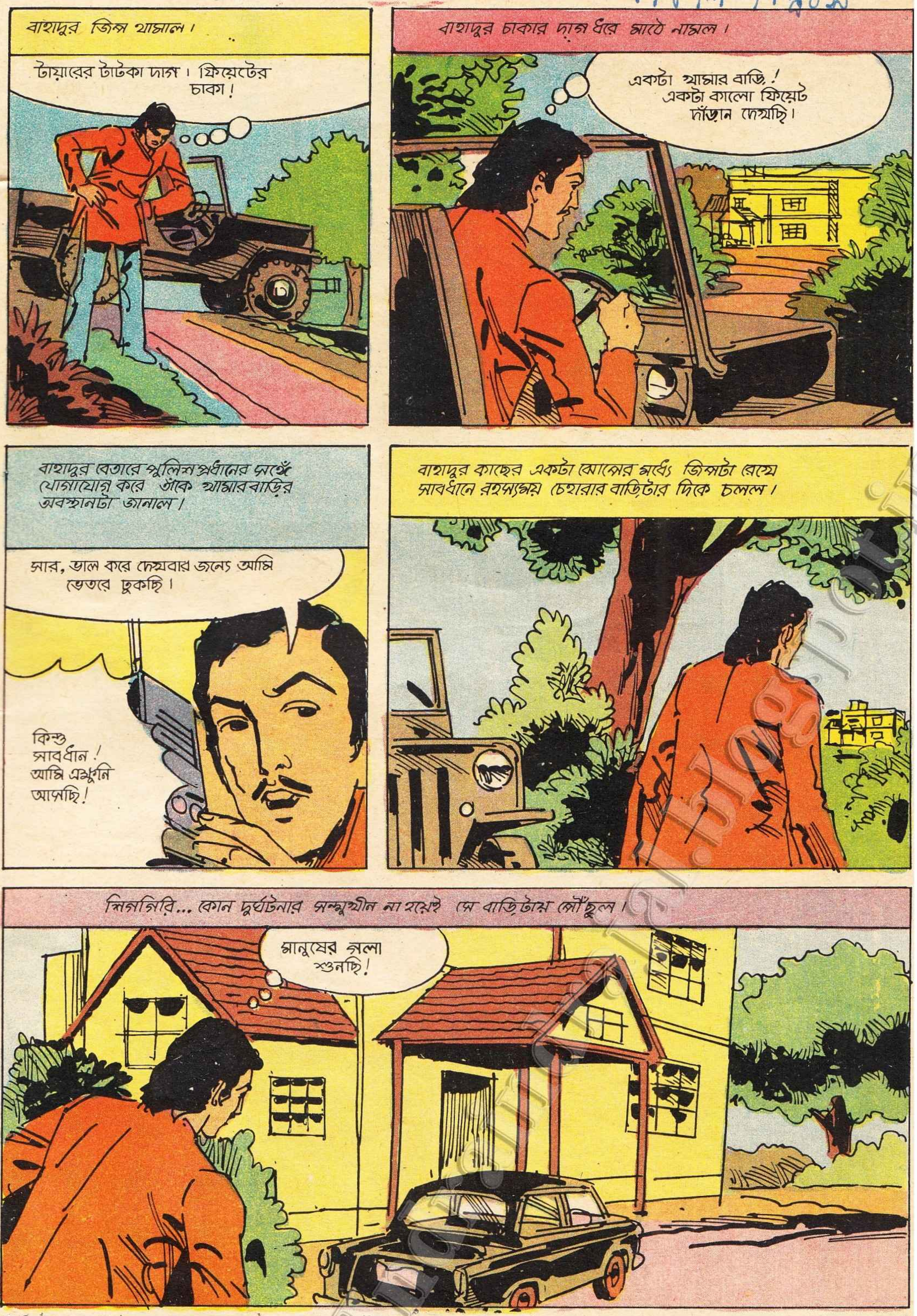
বাহাদুর জিপ থামাল।
টায়ারের টাটকা দাগ। ফিয়েটের চাকা!
বাহাদুর চাকার দাগ ধরে মাঠে নামল।
একটা খামার বাড়ি! একটা কালো ফিয়েট দাঁড়ান দেখছি।
বাহাদুর বেতারে পুলিশপ্রধানের সঙ্গে যোগাযোগ করে তাঁকে খামারবাড়ির অবস্থানটা জানাল।
সার, ভাল করে দেখবার জন্যে আমি ভেতরে ঢুকছি।
কিন্তু সাবধান! আমি এক্ষুনি আসছি!
বাহাদুর কাছের একটা ঝোপের মধ্যে জিপটা রেখে সাবধানে রহস্যময় চেহারার বাড়িটার দিকে চলল।
ঝিমঝিরি... কোন দুর্ঘটনার সম্মুখীন না হয়েই সে বাড়িটায় পৌঁছুল।
মানুষের গলা শুনছি!

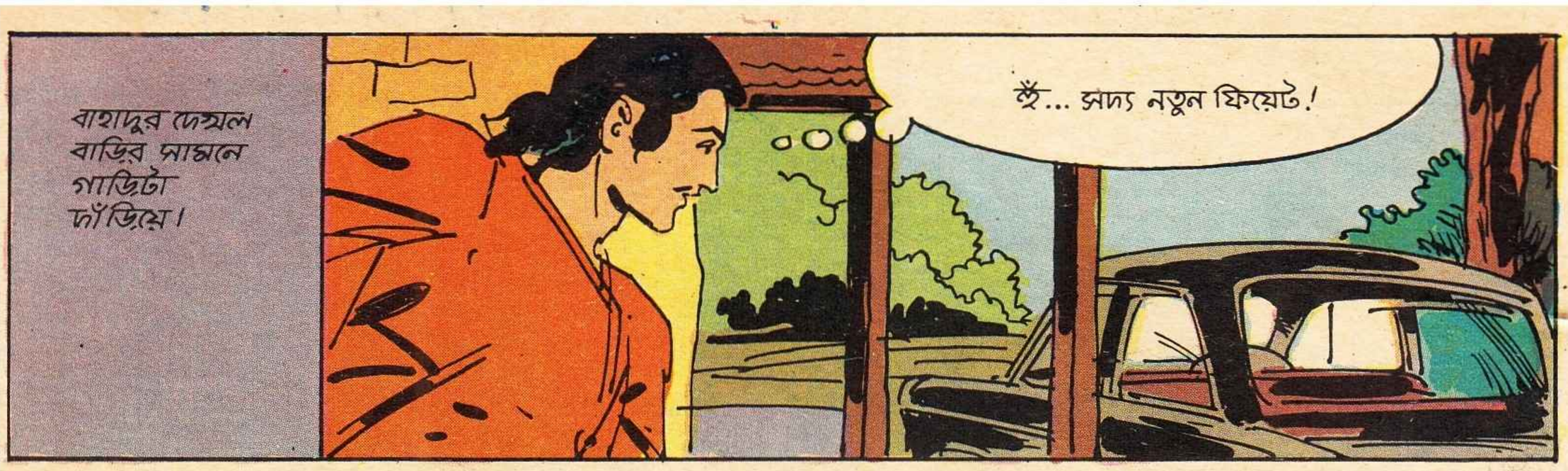
বাহাদুর দেখল বাড়ির সামনে গাড়িটা দাঁড়িয়ে।
হুঁ... সদ্য নতুন ফিয়েট!

ভাল করে দেখবার জন্যে বাহাদুর গাড়িটার দিকে গেল।
হুঁ... পেছনের মাডগার্ডটা ভাঙা দেখছি!

বাহাদুর সহজাত প্রবৃত্তিতে বিপদের গন্ধ পেল। হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে দেখল...

...একটা লোক তার ওপর ঝাঁপাতে যাচ্ছে।

বাহাদুর তার বুকে একটা প্রচণ্ড ঘুঁষি মারল...
উঃ!

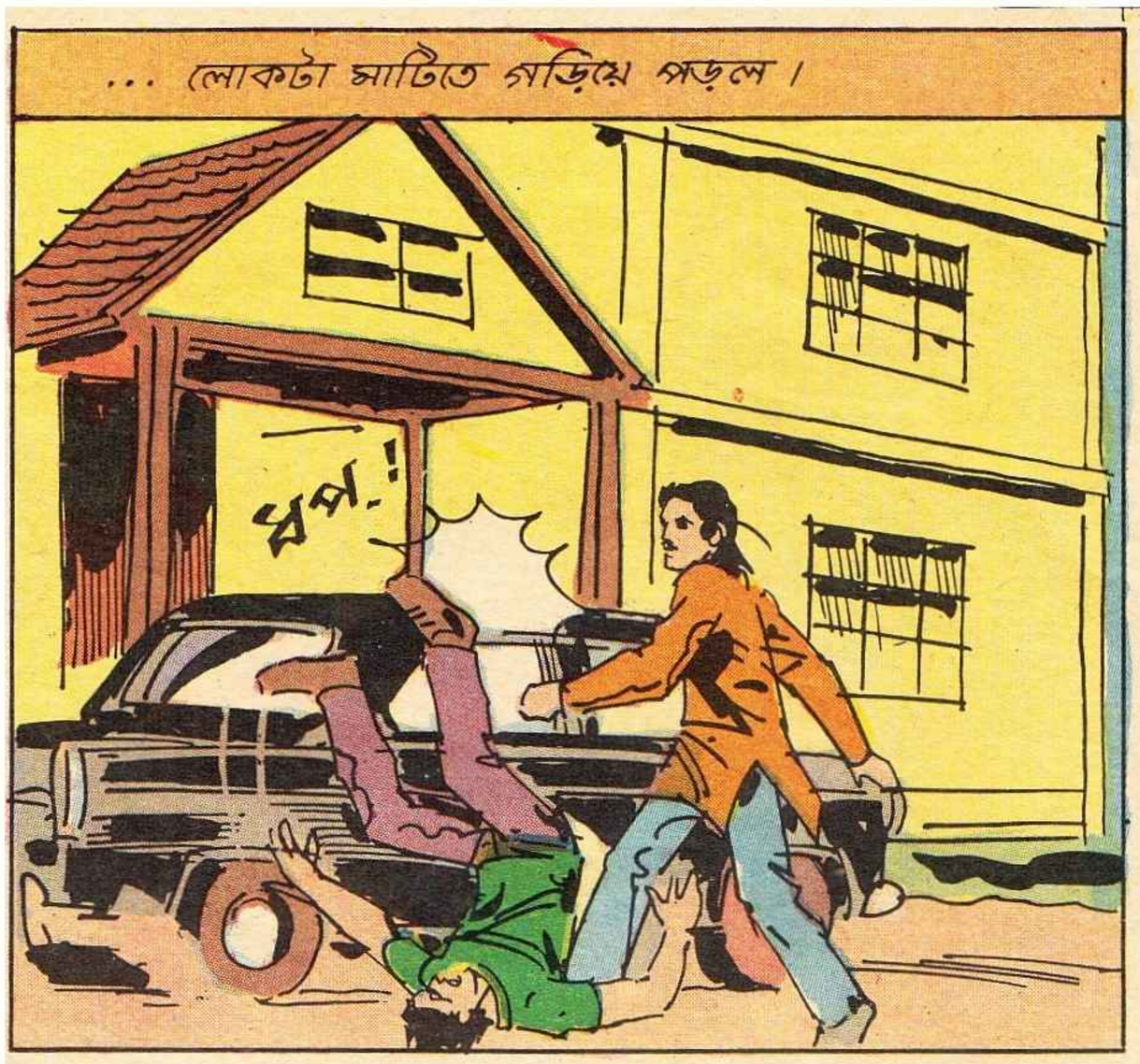
... লোকটা মাটিতে গড়িয়ে পড়ল।
ধপ্!

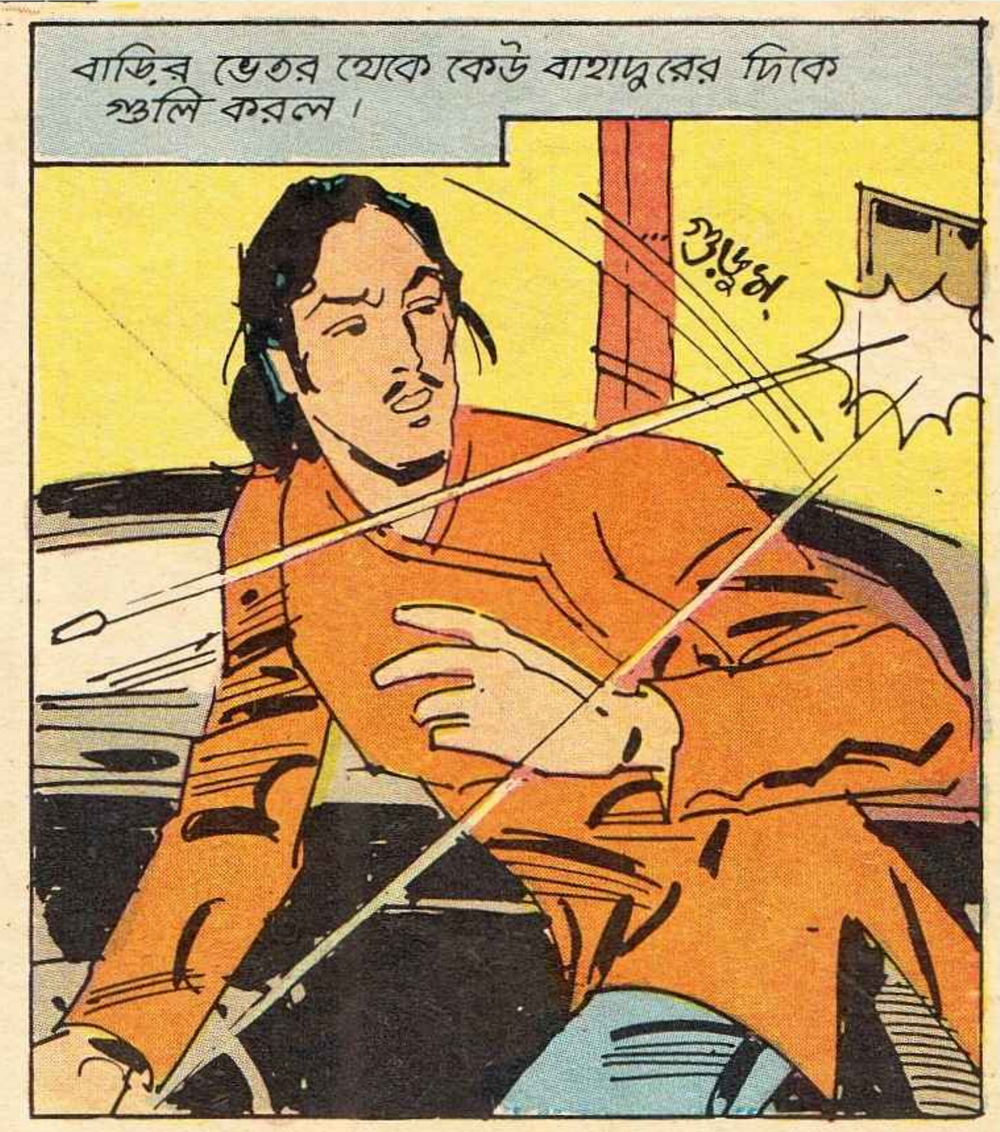
বাড়ির ভেতর থেকে কেউ বাহাদুরের দিকে গুলি করল।
গুড়ুম্

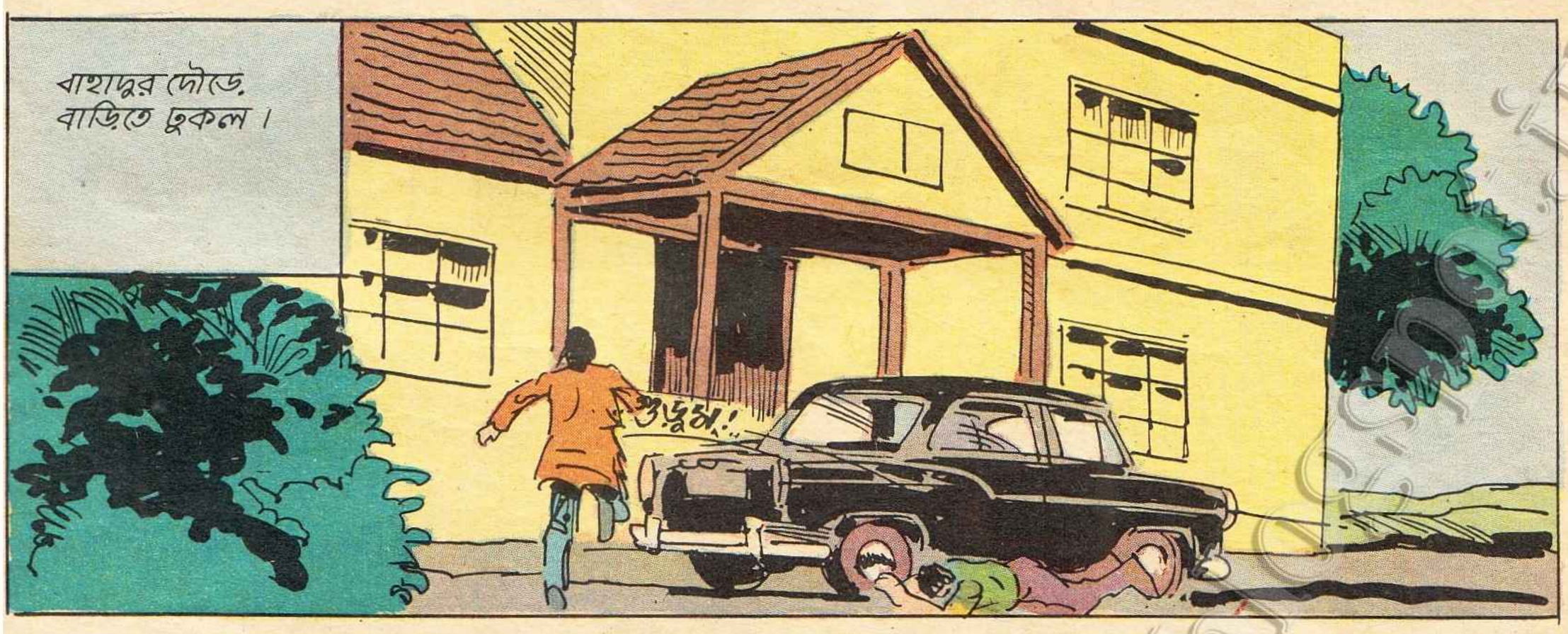
বাহাদুর দৌড়ে বাড়িতে ঢুকল।
গুড়ুম্!

বারান্দায় উঠতে পারলে ভাল হবে!

এদিকে ~
মনে হচ্ছে বারান্দায় উঠেছে।
কোথায় সে? গুলি কর!

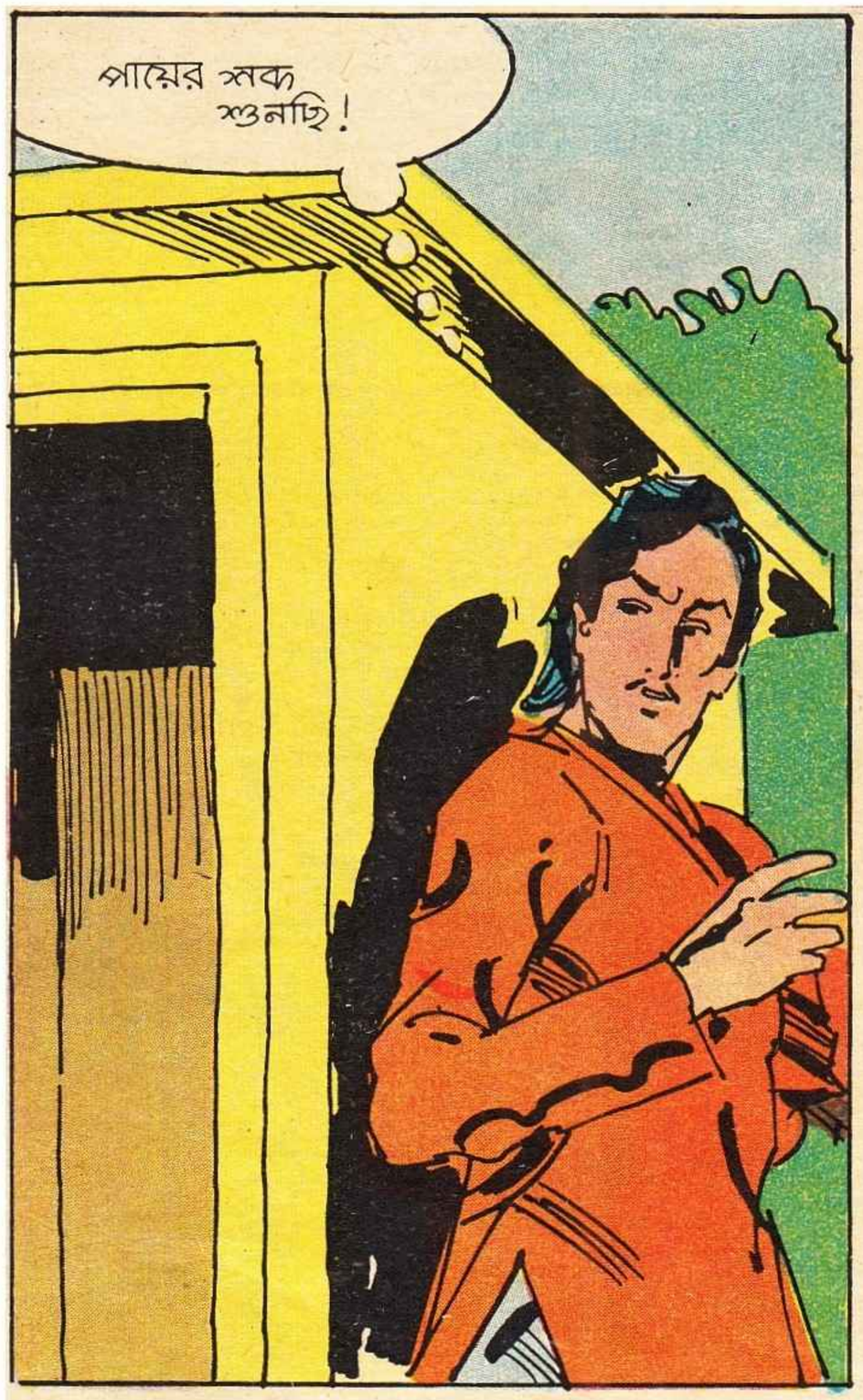
পায়ের শব্দ শুনছি!

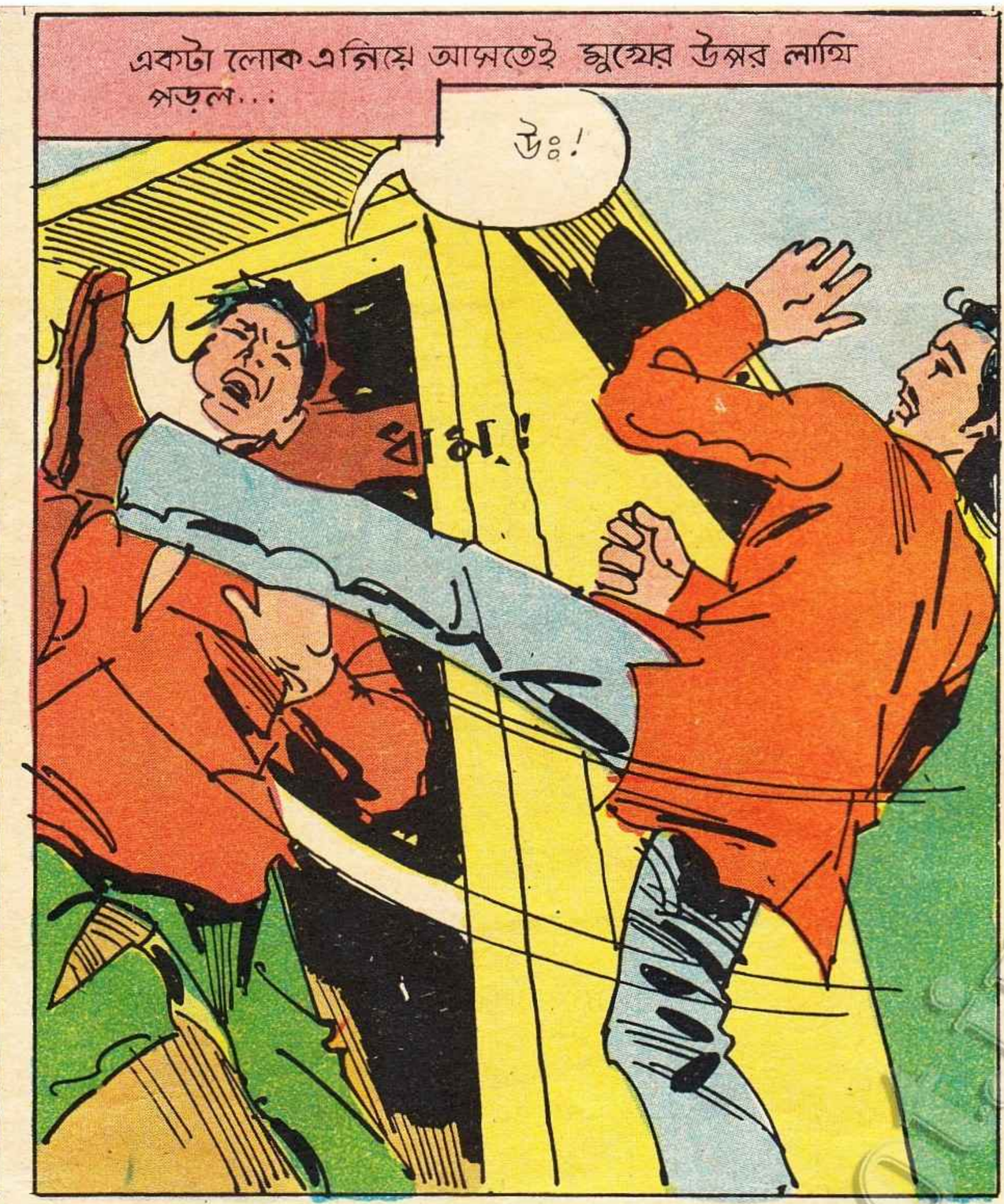
একটা লোক এগিয়ে আসতেই মুখের উপর লাথি পড়ল...
উঃ!
ধাম!

লোকটা সিঁড়ি দিয়ে গড়িয়ে পড়ল।

কি হচ্ছে! তোরা একটা লোককে মারতে পারছিস না!
বস, লোকটা বারান্দায় লুকিয়ে আছে, নিজেদের জীবনের ঝুঁকি না নিয়ে ওখানে যেতে পারছি না!

এখান থেকে পালান যাক, জায়গাটা এখনই পুলিশে ছেয়ে যাবে!

বাহাদুর ডাকাতদের গাড়ির ওপর নজর রাখছে।
পালাবার মতলব... অ্যাঁ!
এঃ! পিছিয়ে যাও, আমরা ওর নাগালের মধ্যে!

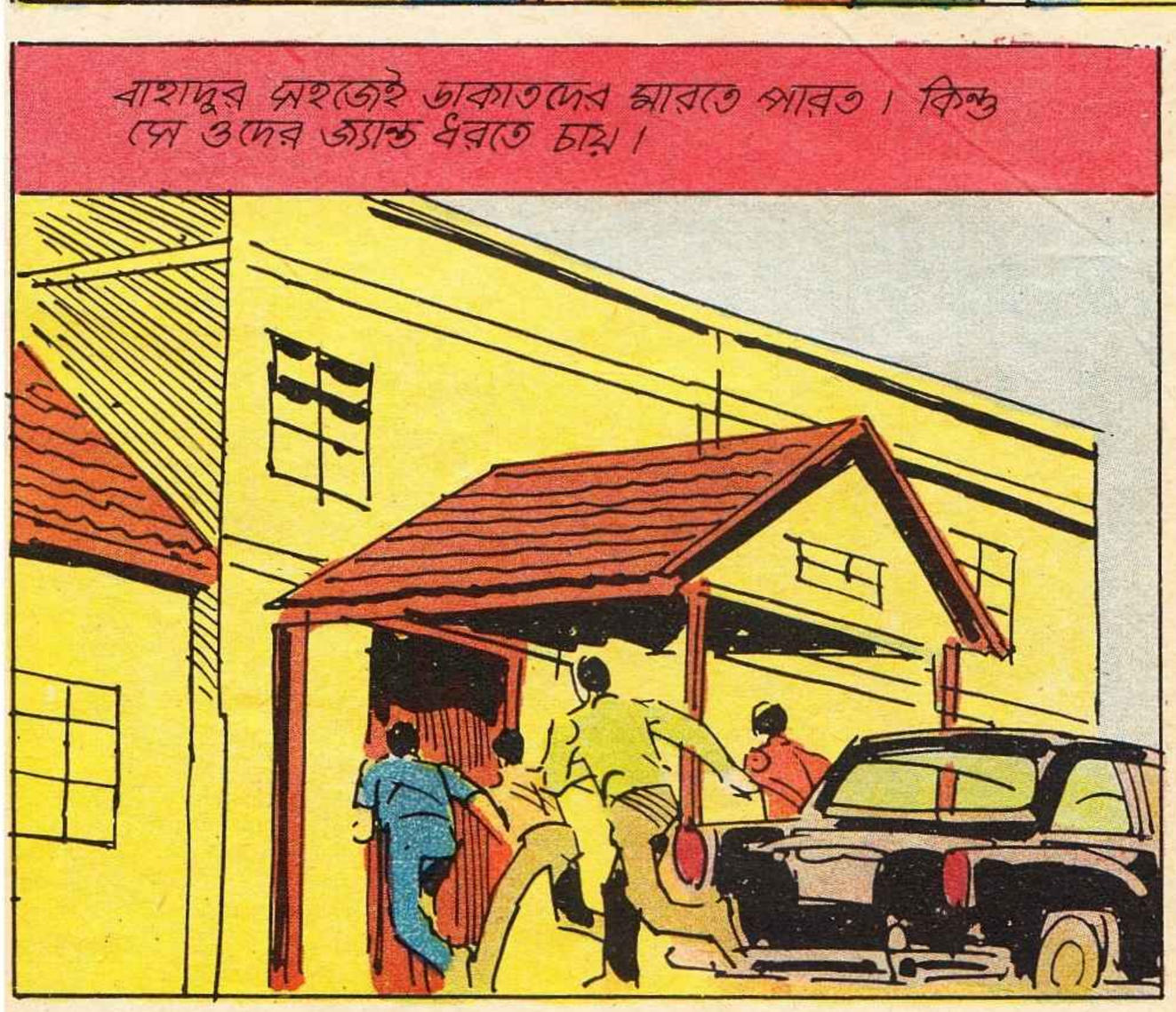
বাহাদুর সহজেই ডাকাতদের মারতে পারত। কিন্তু সে ওদের জ্যান্ত ধরতে চায়।

আসাকরি চিফ যে কোন সময়ে এসে পড়বেন!

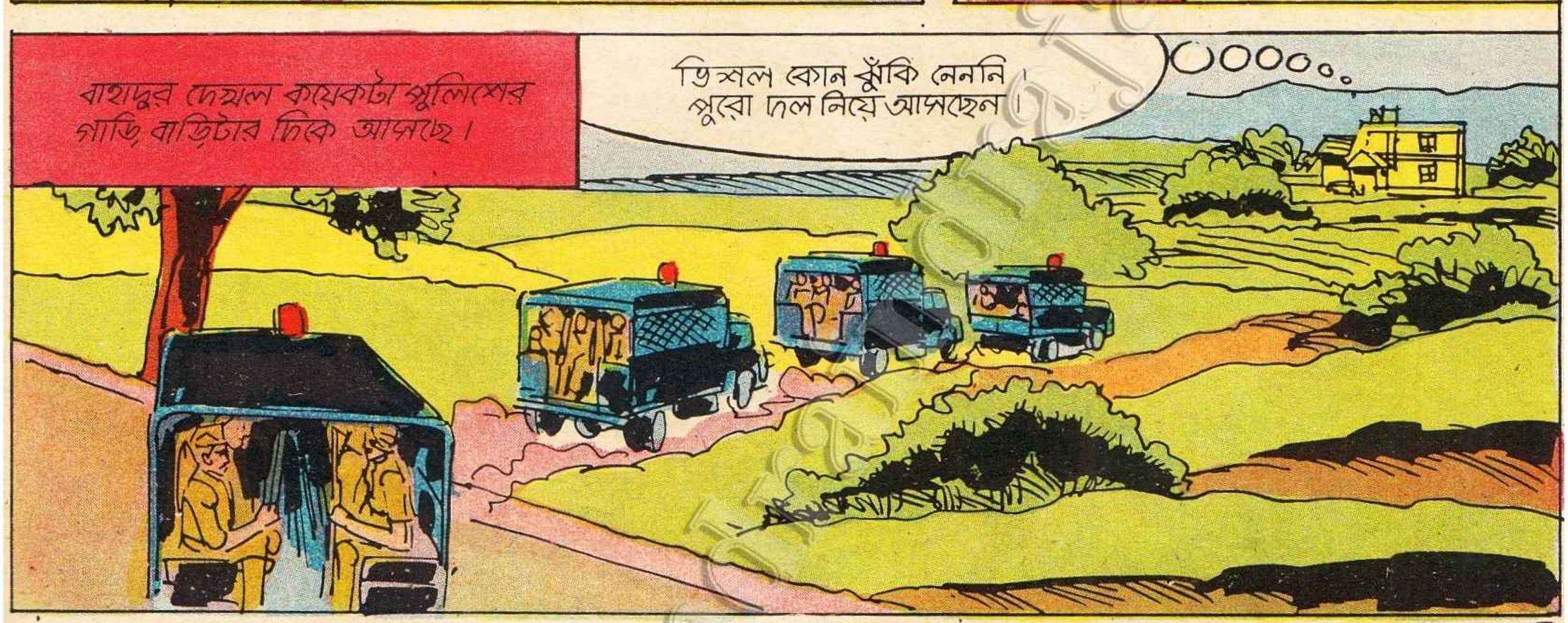
বাহাদুর দেখল কয়েকটা পুলিশের গাড়ি বাড়িটার দিকে আসছে।
ভিসল কোন ঝুঁকি নেননি। পুরো দল নিয়ে আসছেন।
OOOO..

নীচে বাড়ির মধ্যে ... নটবরলাল রাগে জ্বলছে!
পুলিস কি করে আমাদের হদিস পেল? নিশ্চই তোরা কোথাও গোলমাল করেছিস।
না, বস! আমি মাঠে তোমাদের জন্যে অপেক্ষা করছিলাম... তখন চাষাটা আমাকে দেখেছে!
সকলের অলক্ষ্যে বাহাদুর সিঁড়ি দিয়ে নেমে এল।
সাবধান! কেউ নড়লেই মরবে!
এঃ!
বাহাদুর!!
তুমিই সি এস এফ-এর নেতা বাহাদুর!
কথাটা একটু দেরিতে জেনেছ, নটবরলাল! আগে আমাদের সম্বন্ধে জানলে জয়গড়ে ঢুকতে সাহস করতে না!
যেখানে সব নাগরিকই আইন মানে সেখানে তোমার মতন শয়তানরা জেতে না! এবার বল, মুন্সিয়া কোথায়?
সে কে?

বাহাদুর শুনল মুখিয়া তাকে ডাকছে।
বাহাদুর... আমি এখানে!
বাহাদুর... আমি এখানে!
মুখিয়া বাড়ির বাইরে কোথাও!

পুলিশ প্রধান হাজির হলেন।
স্যার, এই হল নটবরলাল!
জেলে তোমার লম্বা মেয়াদের ব্যবস্থা করবই!

দলবল সমেত নটবরলাল গ্রেপ্তার হল।

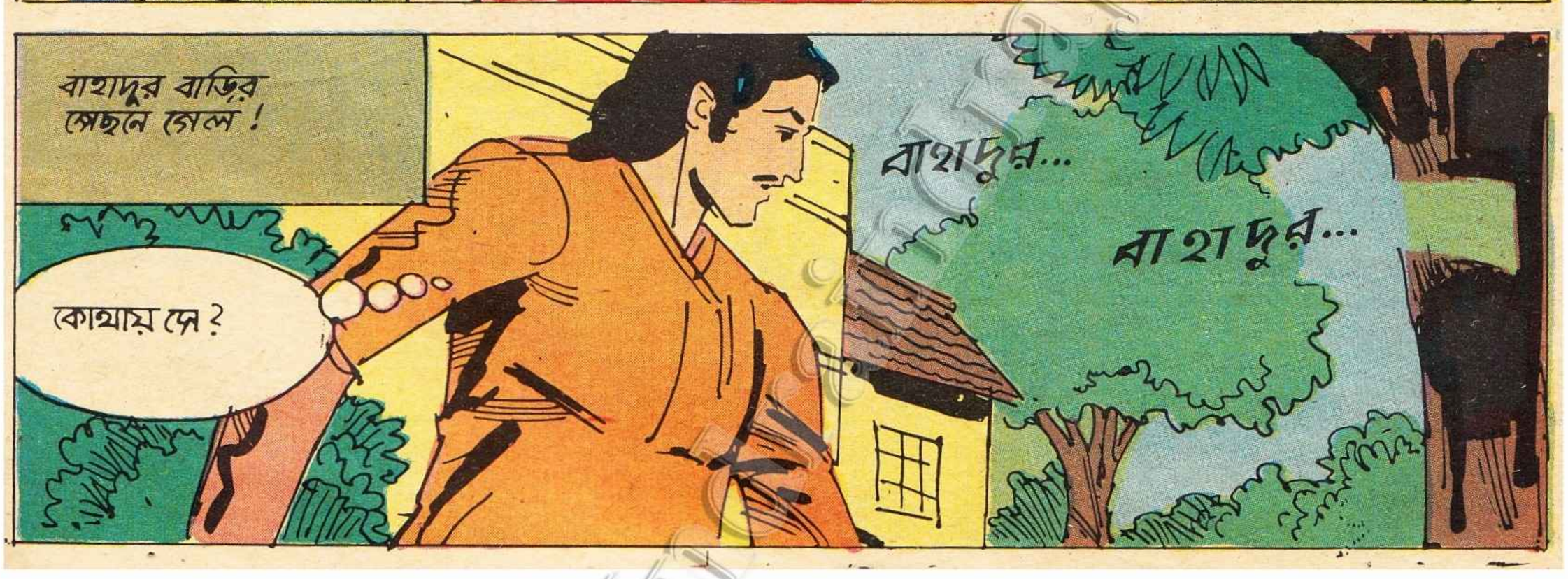
বাহাদুর বাড়ির পেছনে গেল!
কোথায় সে?
বাহাদুর...
বাহাদুর...

হঠাৎ বাহাদুর একটা বড় আমগাছের ওপরের দিকে তাকাল।
ওপরে উঠে কি করছ?
হাত বাঁধা অবস্থায় নিশ্চয়ই আম পাড়ছি না!

মুখিয়াকে মুক্ত করার জন্যে বাহাদুর গাছে উঠল।
ঝাস্! আমের মতন ঝোলাটা মজার ব্যাপার নয়!

ওরা বাড়ির সামনের দিকে এলো।
চোর, ডাকাত, খুনে...! ওদের একটু ভাল করে দেখতে হবে!

মুখিয়া পুলিশের গাড়ির দিকে ছুটল।

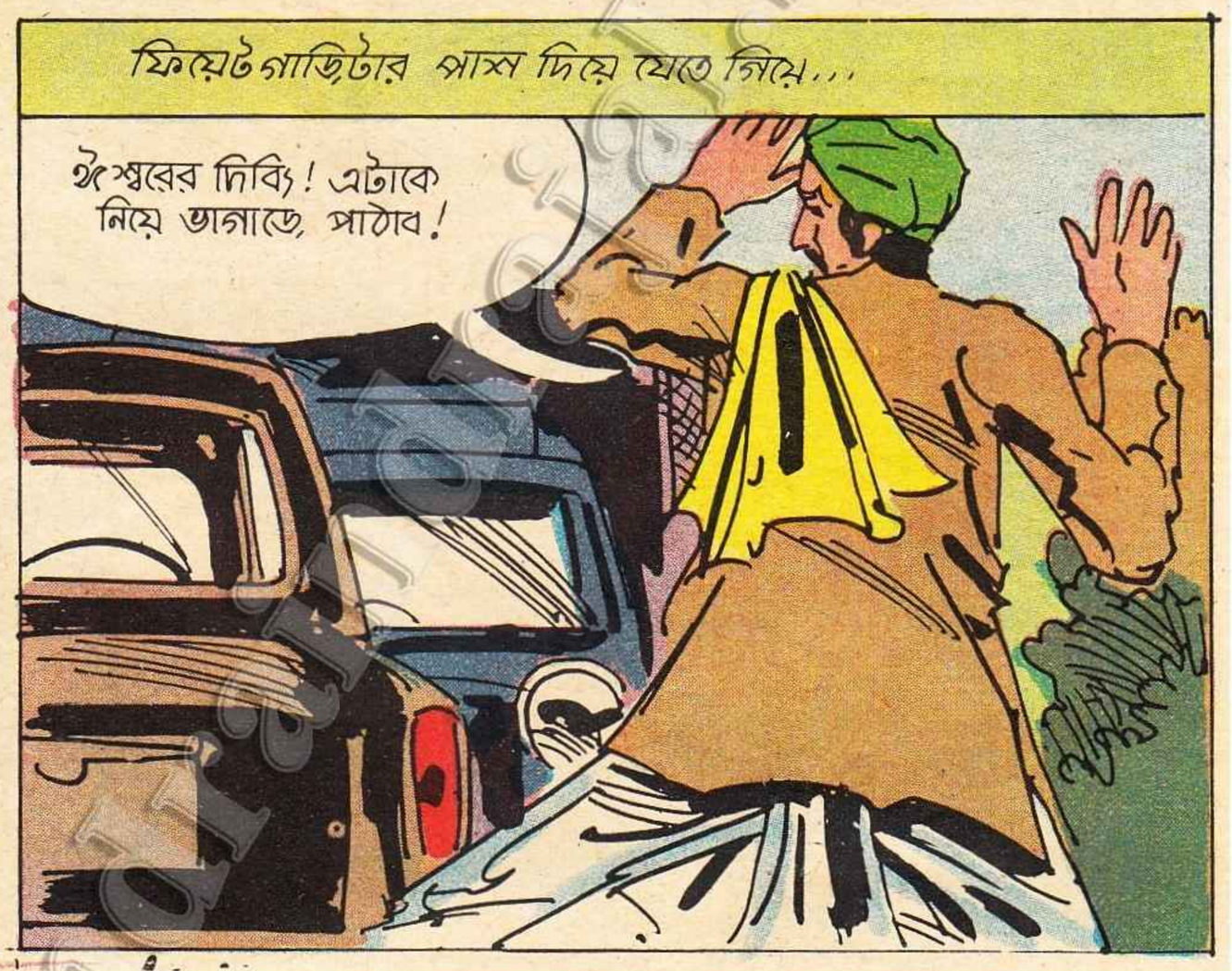
ফিয়েট গাড়িটার পাশ দিয়ে যেতে গিয়ে...
ঈশ্বরের দিব্যি! এটাকে নিয়ে ভাগাতে পাঠাব!

মুখিয়া নটবরলালের কাছে গেল...
আমি গাছে বলছ ?
তোমার কপাল ভাল পুলিস তোমাকে আগে দেখেছে, না হলে আমি তোমাকে সামনের একটা গাছে ঝোলাতাম !
স্যার, সব টাকা নিশ্চই উদ্ধার হয়েছে ওদের কাছ থেকে ?
হ্যাঁ ! পনের লাখ তা ছাড়া আরো পাঁচ !
ভয়ঙ্কর শয়তান নটবরলালকে পুলিস হাজতে নিয়ে যাওয়া হল ।
অভিনন্দন, বাহাদুর ! সব চেয়ে বড় শয়তানকে ধরেছ !
কেরামতিটা মুখিয়ার, স্যার । ও সতর্কতা আর উপস্থিত বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছে ।
মুখিয়া নিজের ছেঁড়া ধুতির দিকে তাকালে ।
হঠাৎ এটা আটকে গেল, তাই ।
পরের সংখ্যায় পড়বে রিপ কার্বির গল্প "রহস্যময় রত্নাগার"

ছোট্ট রাজা

– সোগলো

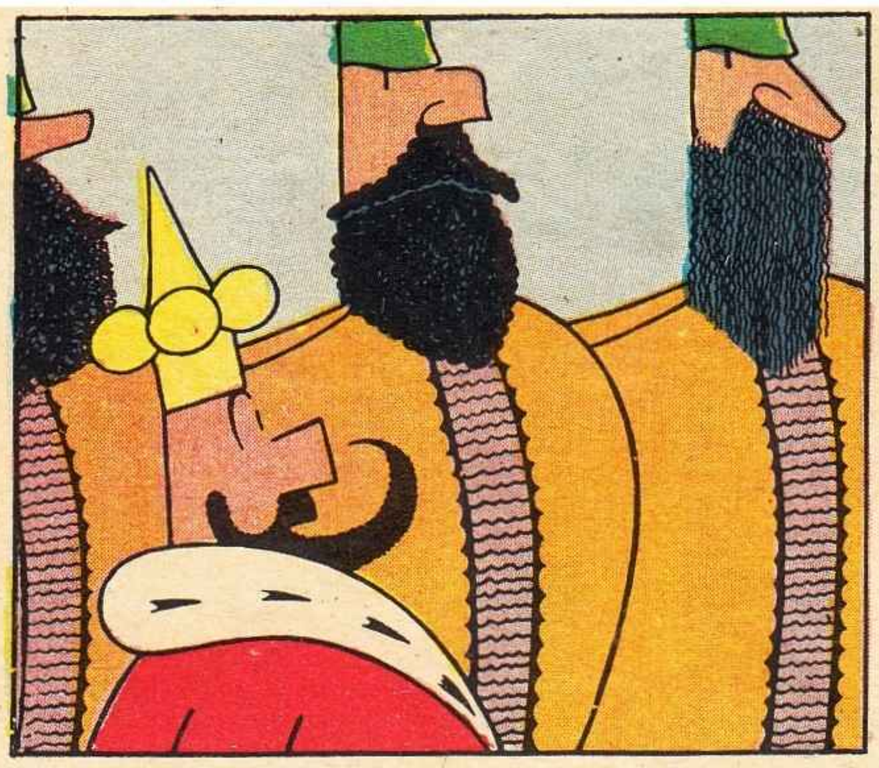

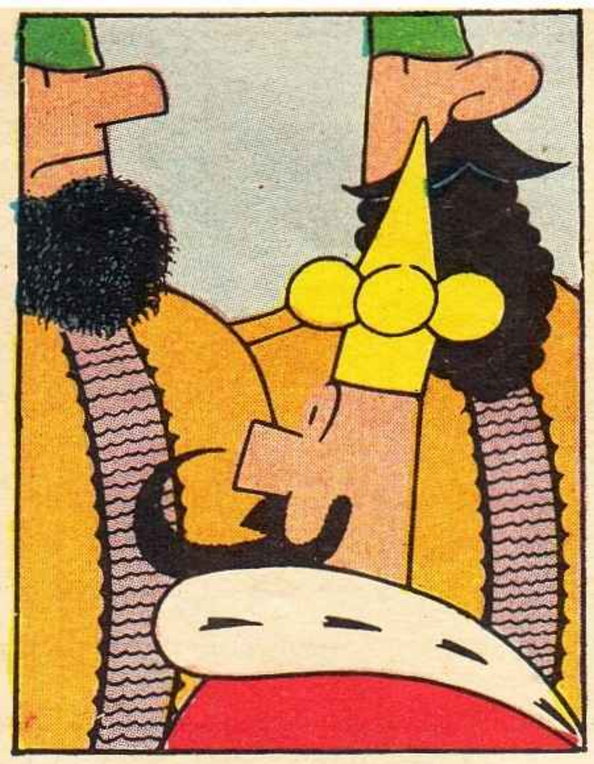

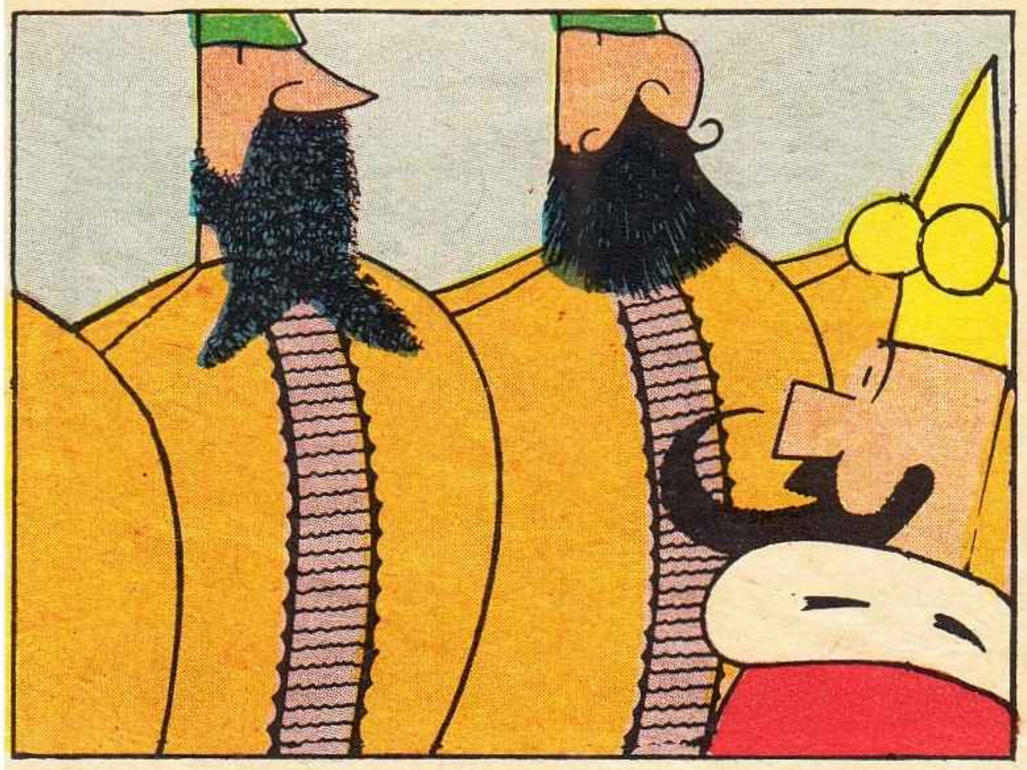

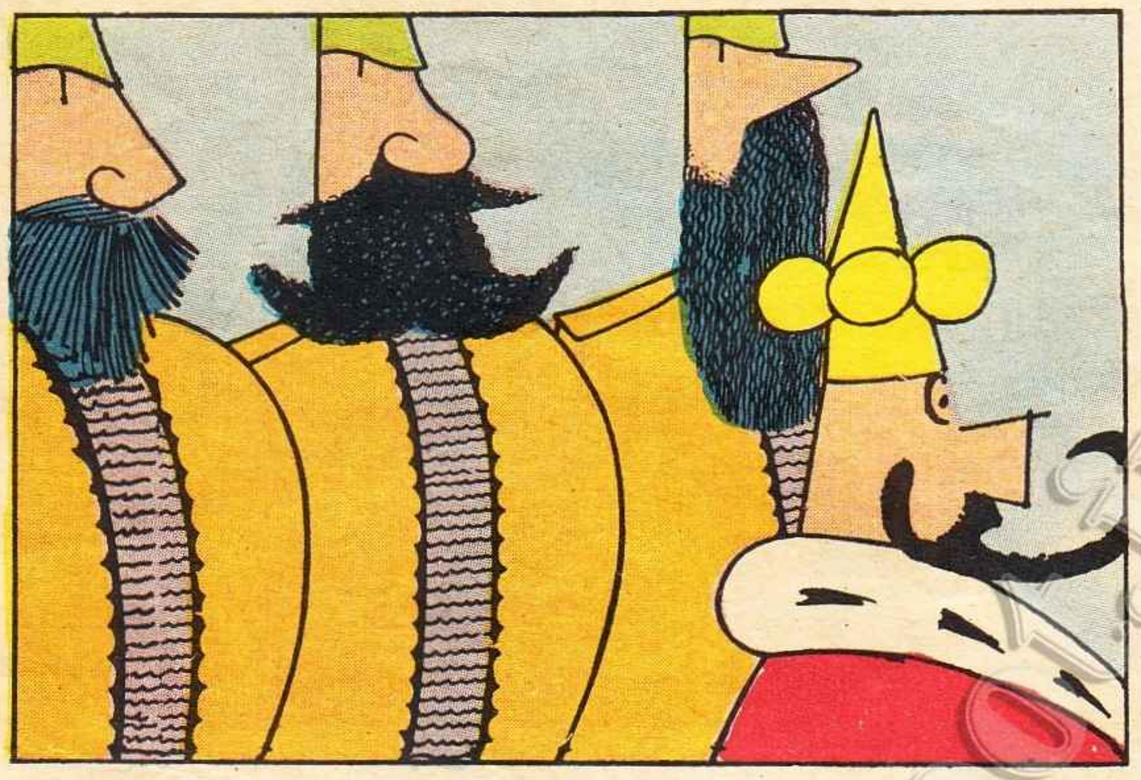

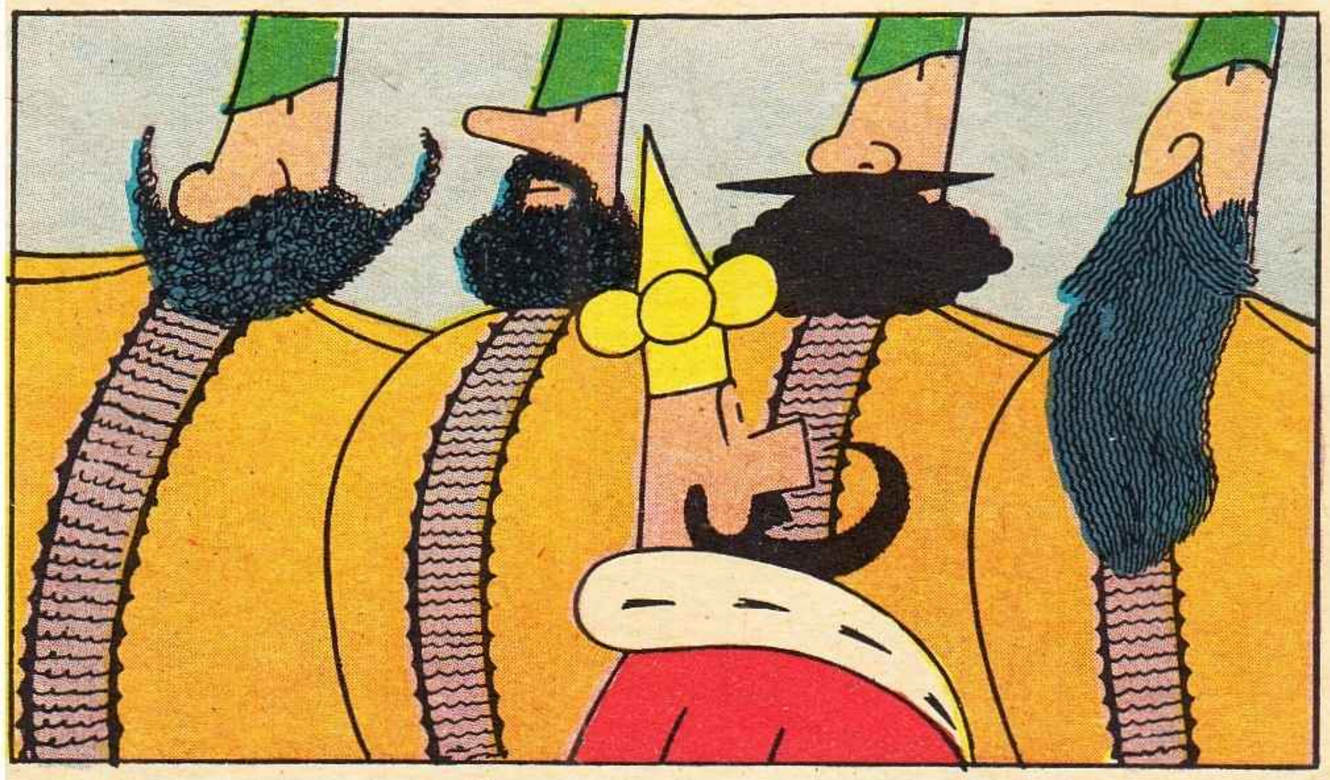

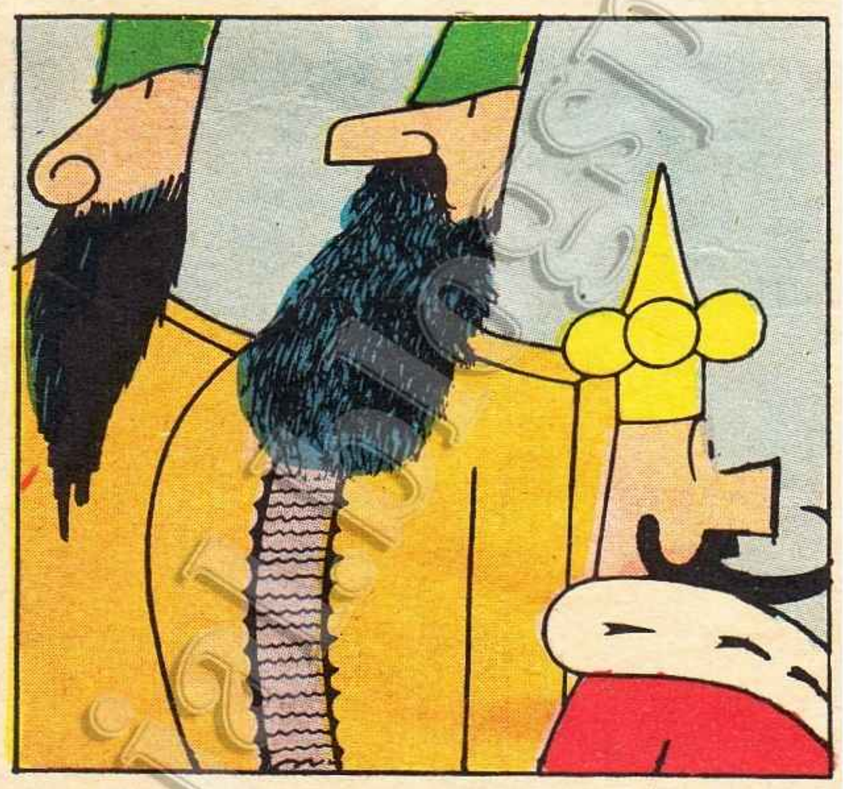

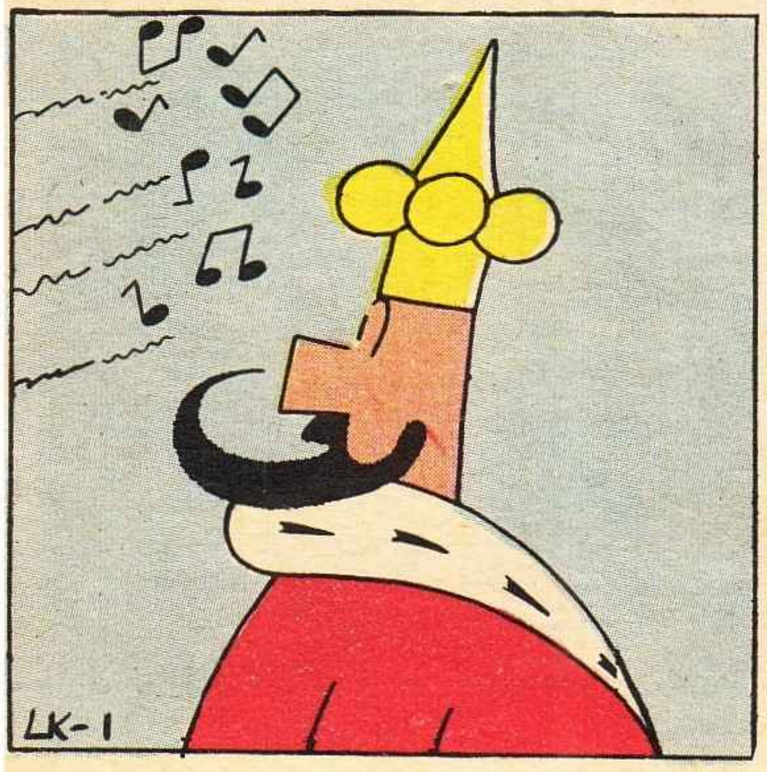

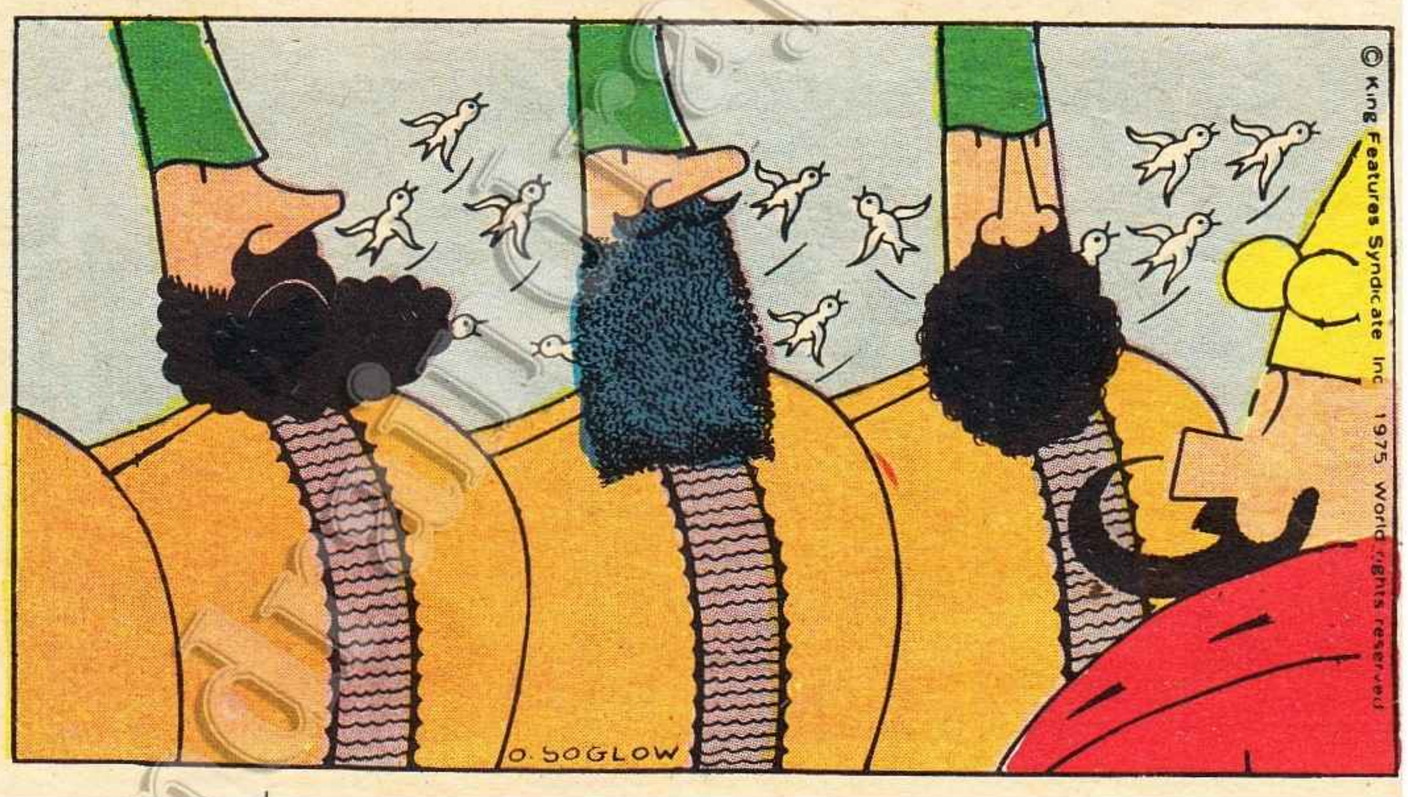

© King Features Syndicate Inc 1975 World rights reserved

Indrajal Comics

Takes you on an exciting adventure week after week

Indrajal Comics provides thrilling adventure through stories every week. Breath-taking, spine-chilling suspense unfolds itself as you turn over the pages of each issue of Indrajal Comics featuring one or the other of your popular heroes.

Phantom, the upholder of peace in the deep woods, **Mandrake** the Magician, accompanied by Narda and Lothar, who hypnotises his opponents into surrender, and **Flash Gordon** who zooms in space to ensure peace in the galaxy.

Bahadur - the brave,

Buz Sawyer, the Chief of Trouble Shooters Inc., who fights for the monarch and meek alike, **Mike Nomad** who travels far and wide to get justice for the oppressed, **Garth** who does the impossible in fighting for the right, **Kerry Drake** the police-man who offers a helping hand to the needy, and **Rip Kirby**, the ace detective, who solves the most complicated mysteries with relative ease... crime-busters all... fill the pages of Indrajal Comics week after week to provide enjoyable reading to the whole family.

Place your order for copies of Indrajal Comics with your nearest news agent -

Or, mail your subscription order to:

The Manager, The Times of India, 63 Montieth Road, Egmore, Madras-600 008.

OR, to the Circulation Department of our offices at Bombay, Delhi, Calcutta or Ahmedabad.

Printed and published for the proprietors, BENNETT, COLEMAN & CO., LTD., by PRITISH NANDY at MODERN ART PRINTING WORKS, Patanwala Building, E. S. Patanwal Bombay-400 027. Editor: VINOD TIWARI. Branches: 7, Bahadurshah Zafar Marg, NEW DELHI-110 002; 139, Ashram Road, AHMEDABAD-380 009; 105/7A, S. N. Banerjee CALCUTTA-700 014. OFFICES AT: 13/1, Government Place East, CALCUTTA-700 069; 63, Montieth Court, Montieth Road, Egmore, MADRAS-600 008; 407-1, Tirath Bhavan, Qua PUNE-411 002; 26, Station Approach, Sudbury, Wembley, Middlesex, LONDON, U.K. London Tel. No. 01-903-9696.

INDRAJAL COMICS

HIGHLIGHTS OF JULY AND AUGUST ISSUES

issue dated 3rd July

Garth travels back in time in
THE MYSTERIOUS CUTLASS

Caught unawares and beaten up badly by diamond thieves, Garth goes into a trauma. On waking up, he sees strange visions of ships, storms and the sea. He travels back in time... to his past. What is his exciting past? This thrilling adventure is narrated in serial No. 27

issue dated 10th July

Bahadur apprehends notorious bank thieves in
THE GREAT BANK ROBBERY

Natwarlal and his gang escape with the Bank loot, without leaving any clues behind. Or so they think! Mukhia, a farmer, sees the speeding car and informs Bahadur. A spine-chilling encounter ensues, no doubt, but Natwarlal realises he is no match for Bahadur in serial No. 28

issue dated 17th July

Kirby rips open mystery of missing antiques in
THE MYSTERY MANSION

Two strange customers call on Addisson Holmes, an antique dealer, suspected to be involved in a racket, on a business deal. Rip Kirby, commissioned to unearth the underworld activities of Holmes, is surprised when his prowl suddenly disappears.

The suspense-filled drama solves the mysteries of Holmes and his 'strange customers' in serial No. 29

issue dated 24th July

Flash Gordon's spine-chilling adventure in
THE IMPENDING DOOM

A space version of Noah's ark manned by a robot lands in Africa. There is total chaos and confusion as animals let loose from the ark cause death and destruction. Flash and Zarkov try their best to stem the fury of the animals, but are frozen by rays emanating from the Ark. Does this mean the end of humans on earth? No. There is hope as long as Flash and Zarkov, though frozen, have life in them.

Read the spine-chilling adventure in serial No. 30

issue dated 31st July

Movie star disappears under mysterious circumstances in
THE TRIALS OF A PRINCESS

A film star's daughter finds herself the sole heiress to huge wealth inherited from her father when her mother suddenly disappears. Her scheming cousins are waiting to grab the legacy and dispossess her. Lefty Drake appears on the scene. Is he able to rescue the princess and her inheritance? The action packed drama unfolds itself in serial No. 31

issue dated 7th August

Mandrake humbles haughty prince in
THE AVARICIOUS PRINCE

The world's second richest man Prince Masdaq is so enamoured of Mandrake's Xanadu that he wants to buy the gorgeous palace and enslave its people at any cost. When Mandrake refuses to oblige, the prince seeks revenge. Who wins? Mandrake or the wooden headed prince? Read *The Avaricious Prince* in serial No. 32

issue dated 14th August

Another Rip Kirby thriller in
STARS OF FIRE

The wealthy Ms Dorian and Ms Tutu are kidnapped while, aided by Kirby, they try to rip open the mystery of shooting meteors, which spell doom and disaster. The action-packed drama unfolds itself as Rip Kirby sets out to solve the mysteries of the meteors and rescue his companions in serial No. 33

issue dated 21st August

Bahadur disarms sea pirates in
THE TREASURE TRAIL

Dr. Sekhar, the extremely competent Director of the Institute of Oceanography, who knew exactly where five gold-laden ships had sunk and lay embedded in the sea, suddenly disappears. Bela who recalls having seen a suspicious looking car near the Institute, tips off Bahadur who undertakes an aerial survey - only to see powerful search-lights in midseas. Is Bahadur resourceful enough to face and capture the sea pirates single-handed and rescue Dr. Sekhar? Read about Bahadur's perilous encounters in serial No. 34

issue dated 28th August

Screen hero playing Nazi General's role killed in
BRUSH WITH DEATH

Popular film actor Keller, playing the role of General Von Kassel nicknamed 'Beast of the Bulge' is hit by a bullet while being escorted through a rain of shells in a war film on Nazis. Was it an accident or a cold-blooded murder? A blood curdling mystery indeed which Mike Nomad sets out to solve in serial No. 35

Book your copies in advance with your nearest news agent.

INDRAJAL COMICS

Published in six languages- English, Hindi, Bengali, Kannada, Tamil, Malayalam.

REGD. NO. MH/BY/SOUTH/742
REGD. NO. TN/MS/(C)/531